CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 9 May, 2024 ■ আগরতলা ৯ মে ২০২৪ ইং ■ ২৬ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা-১

পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে আরও কয়েকদিন লাগবে ঃ ডিআরএম

হাফলং (অসম), ৮ মে (হি.স.) ।। পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক হওয়া নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা কাটেনি। গত ২৬ এপ্রিল লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে হারাঙ্গাজাও ও জাটিঙ্গা লামপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী ১১০/৭ কিলোমিটার অংশে একটি পণ্যবাহী ট্রেনের ইঞ্জিনের চাকা লাইনচ্যুত হওয়ার জেরে পাহাড়ে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে।

গত ১৫ দিন থেকে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ রেলপথ মেরামতির কাজ চালিয়ে গেলেও কয়েকটি যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল করে গুরুত্বপূর্ণ যাত্রীবাহী ট্রেন চালাচ্ছে। তবে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রেখেছেন কর্তপক্ষ। যার দরুন বরাক উপত্যকা সহ পার্শবর্তী ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মিজোরামে খাদ্য ও জ্বালানি তেলের সংকট দেখা দিয়েছে।

এদিকে পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের লামডিং ডিভিশনের ডিআরএম প্রেমরঞ্জন কুমার। তিনি বলেন, আজ হারাঙ্গাজাও-জাটিঙ্গা লামপুর অংশ দিয়ে একটি চিনি বোঝাই মালবাহী ট্রেন পার হওয়ার পর ফের রেলওয়ে ট্র্যাক ডেবে যায়।

ডিআরএম বলেন, জাটিঙ্গা লামপুর অংশে মাটি অত্যন্ত দুর্বল ও মাটির বহন ক্ষমতা কম। বেশি ভারি ট্রেন যতায়াতে মাটির বহন ক্ষমতা আরও কমে গিয়ে লাইনের নীচে মাটি ডেবে যায়। তাই এখন পণ্যবাহী ট্রেন ধীরে ধীরে চালানো হতে পারে বলে জানিয়ে ডিআরএম বলেন, পণ্যবাহী ট্রেন না চালালেও কেবলমাত্র যাত্রীবাহী ট্রেন চালানো হবে।

তিনি বলেন, রেল লাইন মেরামতি করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কেননা ধস-বিধ্বস্ত ওই এলাকায় গাড়ির রাস্তা নেই। তাই কাজের জন্য সামগ্রী আনতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী পাথর বোল্ডার আনতে এই রেলপথই একমাত্র নির্ভরশীল। ডিআরএম প্রেমরঞ্জন কুমার বলেন, ইতিমধ্যে ওই অংশের মাটির স্ট্যাটাস ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞের কাছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাজের সন্ধানে বহি:রাজ্যে গিয়ে নিখোঁজ ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ মে ।। কাজের সন্ধানে বহিঃ রাজ্যে গিয়ে নিখোঁজ এক ব্যক্তি। অবশেষে নিখোঁজ ছেলেকে খুঁজে পেতে থানার দারস্ত হলেন অসহায় পরিবার।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, গত ৩০ এপ্রিল শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত নারাইফাং এলাকার বাসিন্দা ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সহ বেশ কয়েকজন শাখবাড়ীর বাসিন্দা মানজিৎ ত্রিপুরা ও আভাংছড়ার বাসিন্দা জ্যাকব ত্রিপুরার হাত ধরে কাজের সন্ধানে বহিঃ রাজ্যে পারি দেয়। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ গত ৩ মে ধনঞ্জয় ত্রিপুরার সঙ্গে শেষ বারের মতো কথা হয়েছে। তারপর থেকে তিনি নিখোঁজ বলে জানান। ধনঞ্জয় ত্রিপুরা চেন্নাই শহরের কোয়েনবাটু রেলষ্টেশন থেকে নিখোঁজ হয়ে পরে বলে জানা যায়। পরিবারের লোকজনেরা দুই এজেন্ট মানজিৎ ত্রিপুরা ও জ্যাকব ত্রিপুরার সঙ্গে কথা বলে কোনো প্রকার সৎ উত্তর পাননি বলে জানান। অবশেষে দীর্ঘ কয়েকদিন অতিক্রান্ত হবার পর পরিবারের লোকজন ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে খুঁজে পেতে শান্তির বাজার থানার দারস্ত হন। শান্তির বাজার থানার পুলিশ নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে সার্বিক সহযোগীতার আশ্বাস প্রদানকরেন।

আগামী জুন মাস থেকে রাজ্যেই হবে কিডনি প্রতিস্থাপন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে ।। বুধবার সন্ধ্যায় আইজিএম হাসপাতালে পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন হাসপাতালের বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ন ওয়ার্ডগুলি ঘুরে দেখেছেন তিনি। পাশাপাশি কথা বলেছেন হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে। হাসপাতালের বিভিন্ন পরিষেবাগুলি জনসাধারণের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছাচ্ছে কি না সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখেন তিনি। হাসপাতাল চত্বর ঘুরে দেখে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আই এম হাসপাতালের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, গুরুত্বপূর্ণ ক্লিনিক গুলি ঘুরে দেখেছেন তিনি। সমস্ত পরিকাঠামো যাচাই করে তিনি সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। তবে কিছু কিছু জায়গায় সামান্য পরিবর্তন প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সে ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অবিলম্বে সেগুলি পূরণ করারও ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কে ঢেলে সাজাতে চাইছেন। যাতে করে রাজ্যের সাধারণ নাগরিককে চিকিৎসার জন্য বহিরাজ্যে যেতে না হয়। হাসপাতাল পরিদর্শন করে তিনি দেখেছেন কয়েকটি বিষয়ে একটু পরিবর্তন করলেই হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা সাধারণ মানুষের জন্য আরো লাভদায়ক হবে।

এদিকে রাজ্যে কিডনি প্রতিস্থাপন, এর বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যে এই বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর বিষয়টির যাবতীয় পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করছেন। ধারণা করা যাচ্ছে আগামী জুন মাসের প্রথম দিকেই রাজ্যে কিডনি প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে। যার ফলে সাধারণ মানুষকে আর বহিরাজ্যে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্যে লিভার প্রতিস্থাপন করার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সে বিষয়েও চেষ্টা করছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

এছাড়াও এদিন মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতাল পরিদর্শনকালে আভা রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে প্রত্যেকে অবগত করেন। তিনি বলেন ইতিমধ্যেই আভা নম্বর রেজিস্ট্রেশন করেছেন প্রায় ১৫ লক্ষ সাধারণ নাগরিক। ৩৭ লক্ষ নাগরিক কে এর আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তাই যারা এখনো আভা নম্বর রেজিস্ট্রেশন করেনি, তাদের অবিলম্বে এর সুফল পেতে রেজিস্ট্রেশন করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

‘এসো হে বৈশাখ এসো হে’...

নাচে-গানে কবিতায় রাজ্যে রবীন্দ্রজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে ।। বুধবার গোটা রাজ্যব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মজয়ন্তী। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কবিগুরুকে স্মরণ করা হয়েছে। মূল অনুষ্ঠানটি হয়েছে আগরতলায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে আজ আগরতলায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে রবীন্দ্রকাননে প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড় পি কে চক্রবর্তী, অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, যুগ্ম অধিকর্তা অনুপম চক্রবর্তী, যুগ্ম অধিকর্তা সঞ্জিব চাকমা, প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী তিথি দেববর্মণ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা অমৃত দেববর্মা প্রমুখ।

প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রকাননে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মর্মর মূর্তিতে অতিথিগণ পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে আগরতলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড় পি কে চক্রবর্তী রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন।

সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং হলে সান্ধ্যকালীন কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লাখ টাকার গাঁজা সহ আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে ।। জি আর পি এবং আর পি এফের যৌথ অভিযানে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক ১ লক্ষাধিক টাকা হবে। সাথে বহিঃরাজ্যের এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল বিকালে আগরতলা রেল স্টেশনে জি আর পি এবং আর পি এফ থানার পুলিশের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের বাইক চুরি উত্তর জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ মে ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে বাইক চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাতে আতঙ্ক বাড়ছে। বাইক চুরি প্রতিহত করতে পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও কার্যত তাতে কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এ ধরনের চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে।

এবার বাইক চুরির ঘটনা ঘটলো প্রকাশ্য দিবালোকে। এবার চুরির ঘটনা ঘটলো হসপিটাল রোডের উল্টোদিকে ঋষি অরবিন্দ লেনে ,দুপুর বেলা। বিজয় কৃষ্ণ দেব প্রতিদিনকার মতো উনার পালসার বাইকটি রেখে বাড়িতে খেতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কঠোর শাস্তির দাবি জানাল এলাকাবাসী

বৃদ্ধ বাবার হাত ও কোমর ভেঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখল পাষন্ড ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে।। ছেলের হাতে মার খেয়ে হাত ও কোমর ভেঙে গেল বৃদ্ধের। বিনা চিকিৎসায় মাটিতে পরে রইলেন অসহায় বৃদ্ধ। বাবার হাত ভেঙে বিবস্ত্র অবস্থায় বেঁধে ফেলে রেখেছে ছেলে। ওই ঘটনায় কাঞ্চনমালা এলাকার ২ নং ওয়ার্ডে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকার ২ নং ওয়ার্ডের কাঞ্চনমালা এসবি স্কুল সংলগ্ন রাজু বিশ্বাসের ছেলে মন্টু বিশ্বাস গত কয়েক মাস আগে তার জন্মদাতা বাবাকে মেরে হাত এবং কোমর ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয় কিন্তু তারপরেও ছেলের বিরুদ্ধে কোন ধরনের অভিযোগ করেননি বৃদ্ধ রাজু বিশ্বাস। তখন এই ঘটনার খবর পেয়ে কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ এলাকার অনেকেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে ঘটনার খোঁজখবর নিয়ে আসেন এবং বলা হয়েছিল খুব শীঘ্রই যেন মন্টু বিশ্বাস তার বাবাকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তুলে।

কিন্তু আজ এতদিন হয়ে গেলেও মন্টু বিশ্বাস এবং তার মা রাজু বিশ্বাসকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করার দরকার বলে মনে করেনি বরং শয্যাশায়ী বৃদ্ধ রাজু বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ অবসর ভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে পশুর থেকেও জঘন্য আচরণ করে যাচ্ছে রাজু বিশ্বাসের সাথে। ছেলে এবং স্ত্রীর এই এই অমানবিক আচরণের খবর পেয়ে বুধবার কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রদীপ কুমার মজুমদার ছুটে যান রাজু বিশ্বাসের বাড়িতে। সেখানে রাজু বিশ্বাসকে এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে চক্ষু চেরক গাছ হয়ে ওঠে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের। রাজু বিশ্বাসের উপর এই অমানবিক আচরণের দৃশ্য দেখে তুমি নিজেও বুঝে উঠতে পারছিলেন না সমাজে এখনো মন্টু বিশ্বাসের মত ব্যক্তি রয়েছে। প্রধান কে দেখে শয্যাশায়ী রাজু বিশ্বাস বারবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাহায্যের দাবি জানাল রাজ্য কৃষক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে ।। সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্য কমিটির কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে রাজ্যসভার কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক মন্ডলের সভায় আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর রাজ্যের কৃষকদের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন বিভিন্ন ধান ক্ষেতে এ বছর জলের সংকটে ধান ফলানো সম্ভব হয়নি। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে এ বছর তেমনভাবে চাষবাস করেননি কৃষকরা। তারা কোন ধরনের সরকারি সহযোগিতা পাচ্ছেন না। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও বিভিন্ন জায়গায় চাষযোগ্য জমি এবং ফসল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তিনি আরো বলেন, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে গ্রামীন এলাকায় রেগার কাজ নেই। ফলে অভাব অনটনে ভুগছেন শ্রমজীবী অংশের জনগণ।

এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কৃষকদের। তাদেরকে সরকারিভাবে সাহায্য করার কথা থাকলেও এখনো পর্যন্ত বেশ কিছু জায়গায় সাহায্য পাননি ক্ষতিগ্রস্তরা। বাড়িঘর ভেঙে এক প্রকার নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন শ্রমজীবী অংশের জনগণ। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের কাছে উপযুক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত ৫ বছরের শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে।। আমতলী এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছে ৫ বছরের শিশুর। পরিবারের সদ্যসরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে সাথে সাথে হাপানিয়া ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতলে নিয়ে গেলে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছে ৫ বছরের শিশু আরশী সরকার। সেই সময় কাজের উদ্দ্যশ্যে বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলেন তার বাবা। এদিকে ঘাতক গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছে। সাথে সাথে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে হাপানিয়া ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতলে নিয়ে গেলে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

কৈলাসহর রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

রাধুনীর অভাবে ব্যাহত হচ্ছে আবাসিকদের পঠন পাঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ মে ।। কর্মী স্বল্পতায় ভুগছে কৈলাসহরের ৭৪বছরের পুরনো রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এস.টি হোস্টেল। পড়াশোনা বাদ দিয়ে রান্নাঘরে রাধুনীর সঙ্গ দিচ্ছে ছাত্ররা।

কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,শহরের বিভিন্ন পুরোনো স্কুল গুলোর মধ্যে একটি। ১৯৫০ সালে প্রথম স্থাপিত হয় এই স্কুল। শহরের মধ্যে অবস্থিত অনেকেই এখান থেকে পড়াশোনা করে আজ ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও আরো বড় বড় পদে আছেন। গুটি গুটি পায়ে স্কুলের ৭৪ বৎসর পেরিয়ে গেলেও বর্তমানে স্কুলের এস.টি হোস্টেলের অবস্থা খুবই খারাপ। স্কুল সহ রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হোস্টেল দীর্ঘদিন ধরে কর্মী স্বল্পতায় জর্জরিত। এনিয়ে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অসীম ভট্টাচার্য জেলা শিক্ষা আধিকারিককে চিঠি দিলেও এখনো চিঠির পরিপ্রেক্ষিত কোনো পদক্ষেপ সম্পর্কে অন্তত স্কুল কর্তৃপক্ষের জানা নেই। ৯০ এর দশকে প্রথম স্থাপিত হয়েছিলো রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এস.টি হোস্টেল। তারপর থেকে তিন জন কর্মী হোস্টেলের ছাত্রদের রান্না ছাড়াও দেখশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রায় আট মাস আগে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলের বাউন্ডারি দেওয়া নিয়ে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ মে।। বিদ্যালয়ের সীমানা দেওয়াকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কান্ড বিশালগড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার বিবরনে জানা গেছে বিশালগড় আনন্দমার্গ বিদ্যালয় এর খেলার মাঠের বেড়া দেওয়া হয়েছিল। তখনই পার্শবর্তী এলাকার এক মহিলা ঘর থেকে দা নিয়ে এসে ওই বেড়াকে কুপাতে থাকে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা ওই মহিলাকে বাধা দান করলে তিনি তাদেরকেও দা দিয়ে মারতে উদ্ধত হন। পরিস্থিতি একসময় ভয়াবহ আকার ধারণ করে। অভিযুক্ত মহিলার নাম গৌরী সাহা। ওই মহিলা একসময় রুদ্র রূপ ধারণ করে প্রত্যেককে দা দিয়ে কুপিয়ে মারার চেষ্টা করে। এমনকি প্রত্যেককে দেখে নেওয়ারও হুমকি দেন তিনি। বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে বেড়া দেওয়া চলবে না, এমনই দাবি তার। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

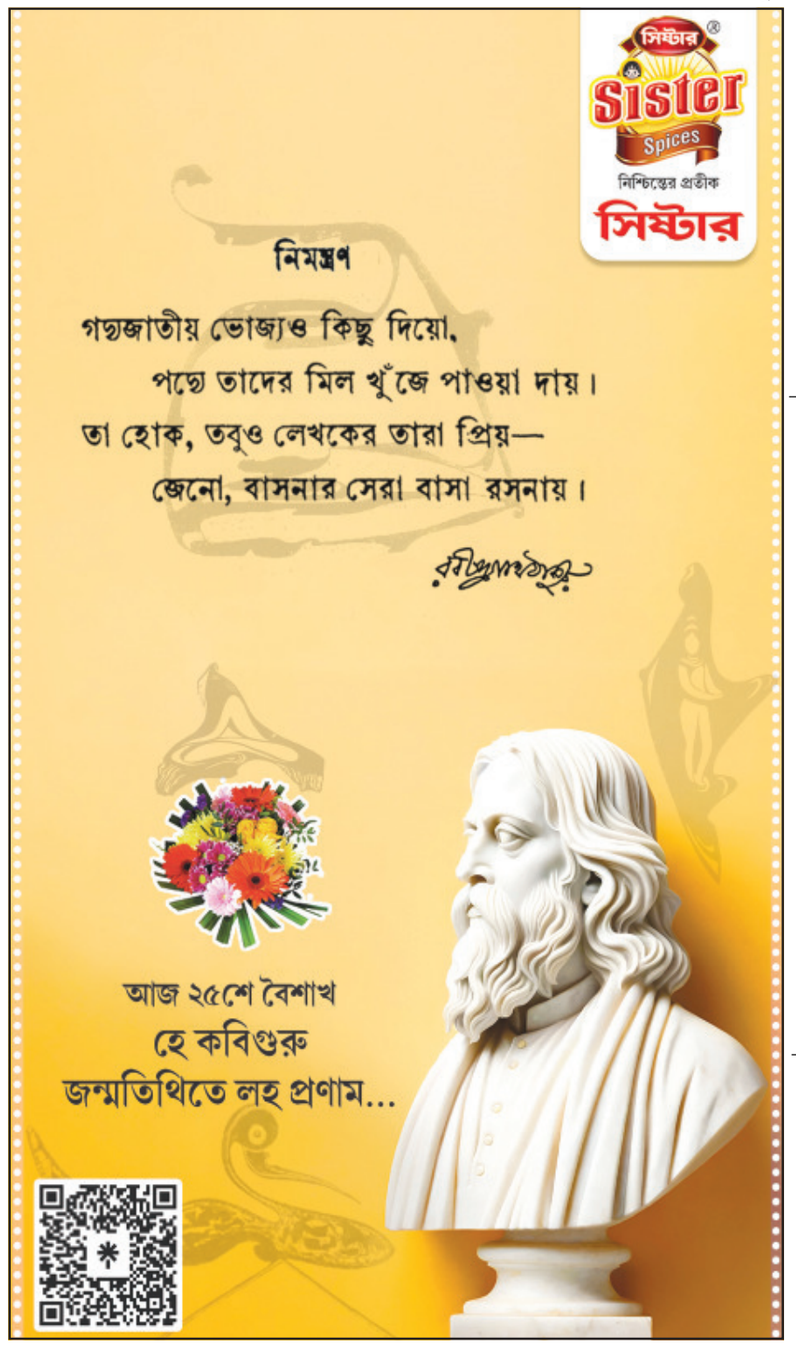

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা ২০৬ ◻ ৯ মে
২০২৪ইং◻ ২৬ বৈশাখ ◻ বৃহস্পতিবার ◻১৪৩১ বঙ্গাব্দ

কবিগুরুর পাদপদ্যে প্রণাম

২৫ বৈশাখ বাঙালির প্রিয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। কেবল বাঙালি নয়, আপামর ভারতবাসীকে যিনি বারবার মুগ্ধ করিয়াছেন তাঁহার লেখনীতে, গানে, কবিতায়, দর্শনে, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির ১৬৩তম জন্মজয়ন্তী। দিনভর তাঁহারই লেখা গান, গল্পে, কবিতায় কবি-স্মরণ।

১২৬৮ সালের ২৫ শে বৈশাখের পূণ্য লগ্নে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বসাহিত্যের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা তিনি। বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ-প্রসারে তাঁহার অবদান অসামান্য। বাঙালির মননে ও সংস্কৃতি-কৃষ্টিতে তিনি চিরস্মরণীয়। শুধু সাহিত্য ও সংস্কৃতিই নয়, দর্শন, পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনেও অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তিনি। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীত রচয়িতা-সুরকার, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী,, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, সংগীতশিল্পী ও দার্শনিক। নতুন পথের নয়া দিগন্ত রচিত হইয়াছিল তাঁহার লেখনীতে। তিনিই গান বাধিয়াছিলেন-'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়ে ফেলে আগুন জ্বালো। একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারত ও বিশ্বের সহানুভূতিশীল মানবতাবাদ ও সংস্কৃতির একজন নেতৃস্থানীয় মুখপাত্র ছিলেন। উনিশ শতকের বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজ , উদার মানবতাবাদী চিন্তাভাবনা এবং আশাবাদ দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতকে নতুন রূপ দিয়াছেন। ঠাকুরই প্রথম অ-ইউরোপীয় যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে ঠাকুরের বড় অবদান ছিল। ঠাকুর চাহিয়াছিলেন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কয়েকটি অভিজাত শ্রেণী যাহারা সর্বদা নিঃস্বার্থ ছিল না এবং প্রায়শই যাহারা নিজস্ব স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য ছিল তাহাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের তৃণমূল স্তর থেকে অঙ্কুরিত করা হোক। ঠাকুর বাংলা সাহিত্যকে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত মডেল থেকে অনুসৃত বাংলা সাহিত্যকে নতুন গদ্য এবং শ্লোক শৈলী, সেইসাথে কথ্য ভাষার ব্যবহার শিখাইয়াছিলেন। ঠাকুরকে ব্যাপকভাবে আধুনিক ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী শৈল্পিক শিল্পী হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যাহা পশ্চিমা জাতির কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বোত্তম পরিচয় করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জয়ন্তীর তাৎপর্য আজও অটুট রহিয়াছে। তাঁহার কবিতা ও শিল্পকর্মের কাজগুলিকে আমরা যেসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফুটাইয়ায়ে তুলি সেসব অনুষ্ঠানগুলিতে ভিড় জমে যায়।বই পড়ার সেশন থেকে শুরু করিয়া বিশেষ নাটকীয় অভিনয় পর্যন্ত, এই অনুষ্ঠানগুলি তাহার উত্তরাধিকারকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

স্কুল-স্তরের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুরা ভারতীয় সাহিত্যে তাঁহার অবদান সম্পর্কে জানিতে পারে। তাঁহার কাজগুলিকে পড়া, তাঁহার চিরস্মরণীয় সংগীতের সাথে টিউনিং করা এবং তাঁহার দ্বারা বিশেষভাবে রচিত জাতীয় সংগীত জপ করা প্রভৃতির সাথে জড়িত থেকে উদযাপন করিবার থেকে কোনো অংশে কম নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং সারা বিশ্বের কাছে তাহা পরিচিত করিয়াছিলেন। আধুনিক ভারতের অন্যতম স্থপতি হিসাবে অনেক রাজনীতিবিদদের সাথে তাহার নাম আসে। কিংবদন্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাঁহার জন্মবার্ষিকীতে কবিপ্রনাম পালিত হয়। ভারতের পাশাপাশি তিনি ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং পূর্ব এশিয়াতেও জনপ্রিয় ছিলেন। এছাড়াও তিনি জাপানে অবস্থিত ডার্টিংটন হল স্কুলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা।

এটি একটি প্রগতিশীল সহ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ''ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা'', এবং ''এন্ড নুগুয়েন আন নিন'' এর মতো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাহার সাহিত্যকর্ম ব্যাপকভাবে ডাচ, ইংরেজি এবং স্প্যানিশের মতো বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। কবিগুরু জন্মদিনে তাহার প্রতি রইল সশ্রদ্ধ প্রণাম।

''''বিতর্কিত'''' মন্তব্য নিয়ে স্যাম পিত্রোদার থেকে দূরত্ব রচনা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৮ মে (হি. স.): ''''বিতর্কিত'''' মন্তব্য নিয়ে স্যাম পিত্রোদার থেকে দূরত্ব রচনা করলো কংগ্রেস। বুধবার কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, পডকাস্টে ভারতের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরার জন্য স্যাম পিত্রোদা যেসব রূপক ও উদাহরণ ব্যবহার করেছেন তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং কখনওই গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এটি কখনওই সমর্থন করে না।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি পিত্রোদা মন্তব্য করেন, পূর্ব ভারতের লোকেদের চীনাদের মতো এবং দক্ষিণ ভারতের লোকেদের আফ্রিকানদের মতো দেখতে। পশ্চিমের মানুষজনকে আরবি আর উত্তর ভারতীয়দের শ্বেতাঙ্গদের মতো দেখতে। এই বক্তব্যকে হাতিয়ার করে আসরে নেমেছে বিজেপি। বহু মানুষও পিত্রোদার মন্তব্যকে 'বর্ণবিদ্বেষী' বলেছেন।

গায়ের রঙে যোগ্যতা নির্ধারণ? স্যাম পিত্রোদার ''''বিতর্কিত'''' মন্তব্য নিয়ে নিশানা মোদীর

নয়াদিল্লি, ৮ মে (হি. স.): মানুষের যোগ্যতা কি তাদের গায়ের রঙে নির্ধারিত হবে? ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্যাম পিত্রোদার ''''বিতর্কিত'''' মন্তব্যর তুমুল সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

বুধবার এক নির্বাচনী সমাবেশ থেকে কংগ্রেসকে নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, কেউ যদি আমাকে কটাক্ষ করে, আমি তা সহ্য করে নিতে পারি, কিন্তু আমার দেশের মানুষকে অপমান করার অধিকার কংগ্রেসকে কে দিয়েছে? মোদী এদিন বলেন, গায়ের রং যাই হোক না কেন, আমরা কৃষ্ণের পূজারী। গায়ের রঙের উপর ভিত্তি করে যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় কিনা তা কংগ্রেসের কাছে জানতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি পিত্রোদা মন্তব্য করেন, পূর্ব ভারতের লোকেদের চীনাদের মতো এবং দক্ষিণ ভারতের লোকেদের আফ্রিকানদের মতো দেখতে। পশ্চিমের মানুষজনকে আরবি আর উত্তর ভারতীয়দের শ্বেতাঙ্গদের মতো দেখতে। এই বক্তব্যকে হাতিয়ার করে আসরে নেমেছে বিজেপি।

রবীন্দ্রনাথ, প্রকৃতি ও মানুষ

অমিতাভ বসু

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি বা সাহিত্যিক নন । তিনি একজন প্রাজ্ঞ দার্শনিক। রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপনিষদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । উপনিষদ মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য বজায় রাখার উপদেশ দিয়েছে । এই ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রকৃতিকে সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে হবে, ভালোবাসতে হবে ।রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি এবং তার সৌন্দর্যের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল। তাই তিনি লিখেছেন ''আকাশভরা, সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ'' যা প্রকৃতির প্রতি তার গভীর অনুরাগের দৃষ্টান্ত ।তাঁর লেখাগুলি মূলত উপনিষদের প্রতিফলন।

প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি সমগ্র বিশ্বকে পথ দেখিয়েছেন এবং উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। আজ যখন বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের বড় বিপদের সম্মুখীন, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও পরিবেশ বান্ধব প্রদর্শিত পথ অনুসরণ জরুরী এবং তাঁকে স্মরণ করার এবং শ্রদ্ধা জানাবার এক সঠিক উপায়। উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে এবং কবির পুণ্য জন্মদিনে প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা স্মরণ করা যাক। ১৯১৬ সালের প্রথম দিকে জাপানে যাওয়ার পথে রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রে তেল ছড়িয়ে পড়ার দৃশ্য দেখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। সব সময় মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন । তাঁর নানা রচনায় প্রকৃতির প্রাধান্য প্রত্যক্ষ করা যায় ।তিনি প্রকৃতি নিয়ে এবং মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাক্ষরতা রচনায় প্রকৃতি এবং তার সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ বর্ণনা করেছেন । উদাহরণস্বরূপ তাঁর লেখা একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে, উছলে পড়ে আলো, হে রজনীগন্ধা তোমার গন্ধসুধা ঢালো' । ছোটগল্প 'বলাই' তে রবীন্দ্রনাথ বাড়ির সামনে একটি শিমুল গাছের প্রতি একটি অল্প বয়স্ক ছেলের ভালবাসা তুলে ধরেছেন ।

রবীন্দ্রনাথ শুধু পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়েই লেখেননি, শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে তা বাস্তবায়নও করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা মূলত গাছের ছায়ায় হতো । শিক্ষার এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির কাছাকাছি নিয়ে আসার একটি উপায় যাতে তারা অবচেতনভাবে প্রকৃতিকে সম্মান করতে শিখতে পারে। অরণ্যের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করেছে। মানুষের অত্যধিক লোভ থেকে বনজ সম্পদ রক্ষা করা একটি সার্বজনীন সমস্যা। সৃষ্টিকর্তা জীবন দিয়েছেন, জীবন লালন-পালনের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মানুষ তার লোভের ফলে সর্বনাশ ডেকে এনেছে। ঈশ্বরের সৃষ্টি নষ্ট করার জন্য মানব সমাজ আজ অভিশপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনা ও কাজের মাধ্যমে প্রকৃতি আর পরিবেশ সম্পর্কে সৃজনশীল সচেতনতা প্রচার করেছেন । মানুষের আগ্রাসন সমগ্র জীবজগতের জন্য বিপর্যয়ের কারণ। মানুষের সীমাহীন লোভ প্রকৃতির প্রধান শত্রু। উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে মানুষ এবং প্রকৃতি উভয়ের ভাগ্যই এক সাথে বাঁধা। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সাথে মানুষের মেলবন্ধন মানব জীবনের উন্নতির সর্বোত্তম উপায় মনে করতেন, কারণ প্রকৃতিতে প্রসারিত অসীমকে দেখতে পাওয়া যায়। আজ মানুষ যেভাবে প্রকৃতিকে ক্রমাগত অবজ্ঞা করে চলেছে, প্রকৃতির রোষ থেকে রক্ষা পেতে মানুষকে প্রকৃতিকে ভালবাসতে হবে। আর এই পথে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনুপ্রেরণা।

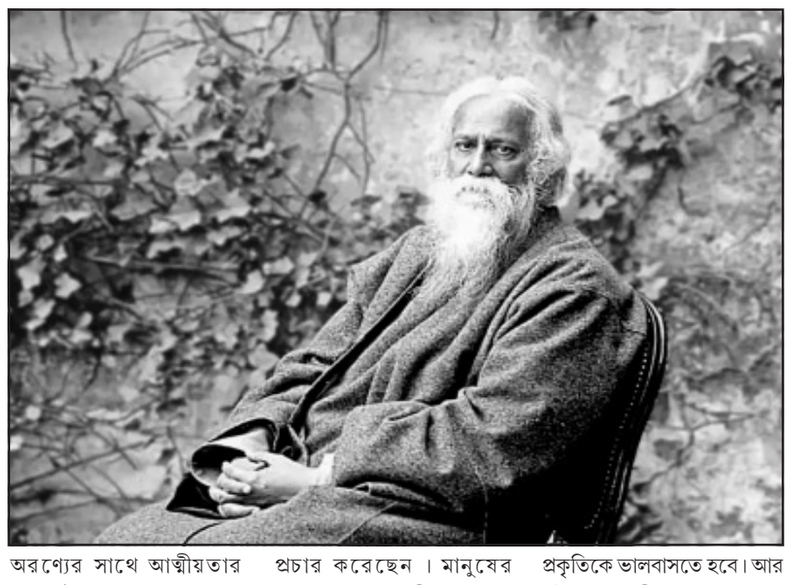

রবীন্দ্রনাথের মানবভাবনা ও বিশ্ববোধ

মহম্মদ শাহাবুদ্দিন

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির পথে মানবতার প্রত্যয় নিয়ে হেঁটেছেন। জীবনের প্রান্তলগ্নে পৃথিবীর পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপের মধ্যে তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস রেখেছিলেন। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে তিনি কখনও চরম বলে মেনে নিতে পারেননি। কবি দেখেছিলেন ভগ্নপ্রায় ভগ্ন প্রায় গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার ওপর গড়ে উঠতে থাকা নগর খা সভ্যতাকে।

তাঁর সৃষ্টির কাল থেকে গত শতাব্দীর তিরিশের দশক অবধি দেখেছিলেন দেশ, সমাজ ও বিশ্বের - পালাবদল। তাঁর সমাজ ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী নিবদ্ধ জ্য ছিল সুদূর অতীতে। রবীন্দ্রনাথ এক-একটা সমাজকে দেখেছিলেন সভ্যতার এক একটা অংশ এই রূপে, তার মধ্যে খুঁজেছেন সমাজ-ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমানতাকে। এই প্রবহমান সভ্যতার প্রায় ধারায় বড় কথা হল মানবধর্ম। মানবধর্মকে তিনি এর স্থাপন করেছেন বিশ্ব ঐক্যবোধ ও সমন্বয়ের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্ব মানবজাতির -- গৌরবের উজ্জ্বল সৃষ্টি ধারাকে। বিশ্বভাবনাকে -ব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন মানুষের মনভূমিতে। তাঁর কাব্য, কথাসাহিত্য, ইতিহাস আলোচনায়, সমাজ বিশ্লেষণে, সৌন্দর্য, রসবোধের ব্যাখ্যায়, লোকসাহিত্যের অনুসন্ধানে এই ভাবনা বার বার আভাসিত হয়েছে। এই ভাবনায় যে ঐক্যবোধের ত প্রকাশ ঘটেছিল, তার মূলে ছিল কবির ভারতীয় -এ সমাজজীবনের অন্তঃস্রোতধারাকে আবিষ্কারের এর প্রয়াস।

স্বদেশি জাগরণ ও আমাদের জাতীয়তাবাদ । উন্মেষের সময় পর্বে রবীন্দ্রনাথ দেশের সামাজিক ধ্য রাজনৈতিক প্রবাহের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। তার আগে তিনি দেখেছেন হ নদীমাতৃক বাংলার মানুষের গ্রামজীবনকে। ভনয় শিলাইদহ পতিসরের মানুষের জীবন, তাদের সরলতা, দুঃখ দারিদ্রাকে রবীন্দ্রনাথ খুব কাছ এর থেকে দেখেছিলেন। পদ্মাতীরের মানুষের ম ভালোবাসা কবিকে যে গভীরভাবে প্রভাবিত জ্য করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লেখায়- 'এখানকার প্রজাদের ওপর বাস্তবিক মনের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, এদের সরল ছেলেমানুষের মতো আবদার শুনলে মনটা আর্দ হয়ে ওঠে, যখন তুমি বলতে তুই বলে, যখন আমাকে ধমকায় ভারী মিষ্টি লাগে।

এইসব মানুষের স্মৃতি ভালোবাসা কবির মনে * নিভৃতে চিরটাকাল বেঁচে ছিল। একদিন এই গ্রাম সমাজের অর্থনীতিকে কবি ভেঙে যেতে ক দেখেছেন, পরিবার সম্পর্কের মধ্যে দেখেছেন ভাঙন। শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয়ের নর কর্মযজ্ঞে পল্লী উন্নয়নের প্রয়াসের মধ্যে আমরা তাঁর আদর্শ গ্রামজীবনের স্বপ্নকে রূপায়িত হতে ভ্রম দেখি। কৃষিকে ভালোবেসে কবি সুরুল শ্রীনিকেতনে শুরু করেছিলেন কৃষি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। গ্রাম সমাজের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ এক সমবায় সমাজ। তাঁর মতে- ''সাধারণ মানুষের কাছে সম্পত্তি আপন ে ব্যক্তিরূপের ভাষা সে হারালে সে যেন বোবা হয়ে যায়। অথচ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ - অধিকার ও তার নির্বিচার প্রয়োগ শোষণ, নিষ্ঠুরতা ও হানাহানির কারণ। এর একটি মাঝামাঝি এক সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে মনে করিনে- অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে নিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্য ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তা হলেই সম্পত্তির মমত্বলুকতায় প্রতারণা বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছবে না।'' অর্থ সম্পত্তিকে নিয়ে জীবনবোধের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সমবায়ের আদর্শ। যেখানে সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ পল্লী মানুষের ভাবনায় আত্মশক্তি ও সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। চেয়েছিলেন প্রকৃতি পরিবেশকে বাঁচিয়ে পরনির্ভরতা থেকে মুক্তি। মনে করতেন শুধু আর্থিকভাবে নয়, মানুষের মধ্যে যে সংস্কার বিভেদের প্রাচীর গড়ে উঠেছে, সমবায় মানসিকতা তাকে ভেঙে বৃহত্তর বৃত্তের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ সামাজিক নৃতত্ত্বকে জনজাতির এক বৃহত্তর পরিধির মধ্যে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সমাজদৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল অবহেলিত পিছিয়ে পড়া জাতির মধ্যে, সেখানে এসে মিশেছে গৌরবের জয়কে অনুভব করেছেন। তাঁর চোখের সামনে ভেশে উছেঠে সভ্যতার এক নতুন ইতিহাস। তাঁর মতে 'বহুদূর ব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নতুন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে আছে'। তিনি লিখছেন---'যাঁদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসব্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত খেটেখাওয়া শ্রমিকের দল। তাঁর কথায়- 'আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethonology বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই সেই বড় পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত, বাগদি বহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না।' রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন, দেশের মানুষকে নিয়ে আমরা কত বড় কুসংস্কার মনে গেঁথে রেখেছি। তিনি বলছেন—'সমাজ জীবনের শরিক খেটেখাওয়া মানুষ। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাহাদের এই সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজ একবার ভাল করিয়া নিযুক্ত হন তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন সন্দেহ নাই।' মানুষের আত্ম উপলব্ধি জাগাতে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন সামাজিক স্বাধীনতা। রাসিয়া ভ্রমণে তিনি মানবসভ্যতার অসাম্য অবশেষ প্রলয়ের মধ্য দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধানের চেষ্টা প্রবৃত্ত।'

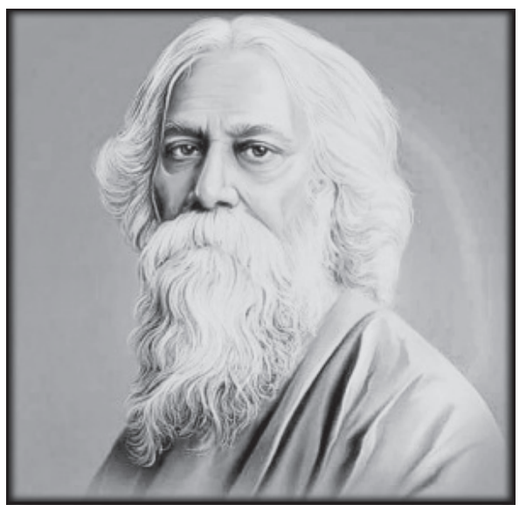

রুশ বিপ্লবের সাফল্যের চাইতেও কবির কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাগাভাগিকে অস্বীকার করে ঐক্যের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়ে তোলা। রুশ বিপ্লবের শ্রমজীবী মানুষের বিজয়কে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, এ শুধু মানুষের বিজয় নয়, মানবসভ্যতার এ এক নতুন দিগন্তের আভাস

রুশ বিপ্লবের সাফল্যের চাইতেও কবির কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাগাভাগিকে অস্বীকার করে ঐক্যের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়ে তোলা। রুশ বিপ্লবের শ্রমজীবী মানুষের বিজয়কে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, এ শুধু মানুষের বিজয় নয়, মানবসভ্যতার এ এক নতুন দিগন্তের আভাস। মানুষের মুক্তির পথ খুঁজতে তিনি কোনও দিন থেমে থাকেননি। ১৮৯৭ সালে ব্রিটিশের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে তিনি লিখেছিলেন ''কণ্ঠরোধ''। নিবন্ধটিতে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা শুনিয়েছেন। ''স্বদেশি সমাজ'' পত্রিকায় তিনি লিখলেন, ''ভারতবর্ষের মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা নিহিত আছে তার স্বাধিকার বোধের মধ্যে।'' কবির মতে, মানুষের আত্মক্ষমতার নামান্তর হল সামাজিক ক্ষমতা। সামাজিক ক্ষমতার ভিত্তি তিনি দেখেছিলেন গ্রামীণ সমষ্টিবদ্ধ জীবনধারার মধ্যে। তাঁর বিশ্বাস ছিল মানুষ যৌথ জীবনধারার মধ্যে তার ব্যক্তি ও সমষ্টির বিকাশকে অব্যাহত রাখবে। রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল, মানুষের ব্যক্তিত্ব শুধু নিজের স্বার্থে এবং সংকীর্ণতার মধ্যে অবরুদ্ধ থাকতে পারে না। ১৯১৭ সালে লেখা ''দ্বিতীয় জন্ম'' প্রবন্ধে কবি দেখিয়েছেন, মানুষ প্রকৃতি জগতে জন্মলাভ করে প্রকৃতি জগতের বাইবে নিজের একটি জগত তৈরি করে। মানুষ যতক্ষণ প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে ততক্ষণ সে প্রকৃতির সুরে বাঁধা। এই বাঁধন কাটিয়ে মানুষ যখন সচেতন কর্মজীবন শুরু করে, তখনকার জগত তার নিজস্ব। সে জগত চেতনার সুরে বাঁধা নিয়ন্ত্রিত কর্মের জগত। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন তখন মানুষের দ্বিতীয় জন্মলাভ হয়। পুরনো অভ্যাস ও প্রবৃত্তির সঙ্গে মানুষের দ্বিতীয় জীবন সত্তার দ্বন্দ্ব তখন অবধারিত হয়ে ওঠে। এই বিরোধ মেটাতে মানুষের মধ্যে চলে সংগ্রাম। কবির কথায়, ''নিজের মধ্যে এই সংগ্রামের আবশ্যকতা মানুষের ব্যক্তিত্বে একটি নতুন উপাদান তৈরি করে, তা হল চরিত্র।'' তাঁর মতে, আকাঙ্ক্ষার জীবন পেরিয়ে মানুষ তখন চলে জীবনের উদ্দেশের পথে। চলার এই জীবন নৈতিক জগতের সঙ্গে মিশে যায়। ব্যক্তির বিকাশ, সমাজবন্ধন, তাঁর মানবিক সম্পর্ক, বিশ্বজনীনতার ধারণা ধীরে ধরে তাকে পরিণতি দান করে। মানুষের এই নৈতিকতা ও শুভবোধের উৎস হল সমাজ। মানুষের অহংবোধকে অতিক্রম করতে পারে একমাত্র সামাজিক ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ বলছেন ''সমাজ নিজেই একটি উদ্দেশ্য। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ হল সমাজ। সমাজ মানবিক সম্পর্কের সেই স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ, যার সাহায্যে ব্যক্তিবা পারস্পরিক সহযোগিতার পথে তাদের জীবনাদর্শের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়।''

মানুষ ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে তিনি দুটি কা দিককে নির্দেশ করেছেন। একটি তার নিজস্বতার বৃত্তে টিকে থাকার দিক, অন্যটি পারস্পরিক সম্পর্ক সহায়তার মধ্যে দিয়ে বিকাশের দিক। পারস্পরিক সহায়তার মধ্যে কাজ করে সামাজিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে মানুষের জীবন জীবিকা। রবীন্দ্রনাথ তাই বলছেন, ''মানুষ প্রয়োজন ও আয়োজনের সমারোহে পরিকীর্ণ বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে চিত্ত চরিত্র বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে।'' এইখানেই রবীন্দ্রনাথ মানুষের। সম্পর্কের স্বরূপ খুঁজে পেয়েছেন, তাঁর মতে এই স্বরূপের বিস্তার শুধু মানুষের দেশ জাতির মধ্যে নয়, তার অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে নয়, মানুষের সমাজবোধ বিশ্বময় মানব সম্পর্কের বৃত্ত রচনা করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের চেয়ে সামাজিক ঐক্যকে বড় করে দেখেছেন। কবির কাছে মহামানবের সাগরতীর এই ভারতবর্ষের মানুষ বৈচিত্র্যের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটিয়ে সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হতে পেরেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে এই সমন্বয়কে। ভারতীয় সমাজের আদর্শ যেমন একদিকে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বিকাশের পথ উন্মুক্ত রেখেছে, তেমনই বিশ্বমানবের মিলনের সম্ভাবনাও অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, ব্যক্তিবিকাশ থেকে উত্তরিত হয়ে সামাজিক বিকাশ একদিন বিশ্ব মানবিকতায় পৌঁছবে। ব্যক্তিমানবতার সীমা অতিক্রম করে কীভাবে বিশ্বমানবতায় পৌঁছনো যায় সে ব্যাপারে তাঁর মনন গম্ভীরভাবে কাজ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলতেন- ''মানুষের ধর্ম হল মনুষ্যত্ব। সকল মানুষের মধ্যে তা বিদ্যামান।'' তিনি পূর্ণ মানবস্বরূপের মধ্যেই মানবতাকে খুঁজেছেন। তাঁর এই খোঁজায় ব্যক্তি মানবততা উপনীত হয়েছে বিশ্বমানবতায়।

(সৌজন্যে -দৈ- স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গ্রীষ্মকালীন সময়ে যাত্রীদের ভিড় হ্রাস করতে

হুব্বল্লি জং. ও নাহরলগুন-এর মধ্যে এসি স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ৮ মে, ২২৪: গ্রীষ্মকালীন ভিড়ের সময় যাত্রীদের সুবিধার্থে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে এসএসএস হুব্বল্লি জং. ও নাহরলগুন-এর মধ্যে এসি সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সামার স্পেশাল ট্রেন নং. ০৭৩৮৭/০৭৩৮৮ (এসএসএস হুব্বল্লি জং. — নাহরলগুন — এসএসএস হুব্বল্লি জং.) প্রত্যেক দিক থেকে পাঁচটি করে ট্রিপের জন্য চালানো হবে। এই রুটে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা গ্রীষ্মের সময়ে আরামদায়ক যাত্রার জন্য এই এসি স্পেশাল ট্রেনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

স্পেশাল ট্রেন নং. ০৭৩৮৭ (এসএসএস হুব্বল্লি জং. - নাহরলগুন) ৮ মে, ২০২৪ তারিখ থেকে ৫ জুন, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার এসএসএস হুব্বল্লি জং. থেকে ১২:০৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে শুক্রবার ২৩:০০ ঘন্টায় নাহরলগুন পৌঁছবে। ফেরৎ যাত্রার সময়, স্পেশাল ট্রেন নং. ০৭৩৮৮ (নাহরলগুন - এসএসএস হুব্বল্লি জং.) ১১ মে, ২০২৪ তারিখ থেকে ৮ জুন, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার নাহরলগুন থেকে ২৩:০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে মঙ্গলবার ০৯:০০ ঘন্টায় এসএসএস হুব্বল্লি জং. পৌঁছবে।

এই এসি স্পেশাল ট্রেনগুলিতে যাত্রীদের সুবিধার জন্য এসি ২-টিয়ার, এসি ৩-টিয়ার, এসি ৩-টিয়ার ইকনমি কোচ থাকবে। উভয় দিকের যাত্রাকালে ট্রেনটি গদগ, হোসপেট, গুন্তকাল, গুন্টুর, বিজয়নগরম, ভুবনেশ্বর, খুরদা রোড, খড়গপুর, নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ বঙাইগাঁও এবং রাঙাপাড়া নর্থ ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে।

এই স্পেশাল ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

জাতীয় সড়কে লরি, টোটো ও পিক আপ ভ্যানে ভয়াবহ আগুন

নদিয়া, ৮ মে, (হি.স.): বুধবার শান্তিপুর থানা এলাকার বাবলা ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর ভয়াবহ এক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় আস্ত একটি লরি। ভস্মীভূত হয় একটি পিক-আপ ভ্যান এবং একটি টোটোও। ঘটনায় গুরুতর আহত হন ১ জন।

টোটোর ব্যাটারির বিস্ফোরণের কারণেই এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সকাল বেলায় হটাৎ করেই টোটোর ব্যাটারিতে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের কারণে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লরিটিতে আগুন লেগে যায়। আর সেই সময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একটি পিক-আপ ভ্যান। আগুন লেগে যায় সেটিতে। রাস্তার উপরেই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে পরপর তিনটি গাড়ি।

ঘটনায় গুরুতর আহত হন টোটো চালক। আগুনে পুড়ে যায় তাঁর শরীরের বেশ খানিকটা অংশ। এলাকাবাসীদের তৎপরতায় তড়িঘড়ি ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে শান্তিপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে ওই ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেই জানা যাচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চন্দ্রিমার 'আহ্লাদ'কে কটাক্ষ তথাগতর

কলকাতা, ৮ মে, (হি.স.): এসএসসি-তে শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্যর প্রতিক্রিয়ায় কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বুধবার তথাগতবাবু এস হ্যান্ডলে লেখেন, ''সুপ্রিম কোর্ট শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারির মামলায় স্থগিতাদেশ দিয়েছেন। তাইতেই মন্ত্রী চন্দ্রিমা আহ্লাদে আটখানা ! বলছেন, 'সত্যের জয় হয়েছে'। চন্দ্রিমা দেবী, ভুলবেন না, সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করেছে এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হয়েছে। শুধু তাই নয়, এসএসসি মেনে নিয়েছে যে সাত হাজার চাকরির ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে। অতএব জুলাই মাসে কোর্ট খুললে যেসব শিক্ষকদের অযোগ্য বলে মেনে নিয়েছে তাদের চাকরি বাঁচানো প্রায় অসম্ভব ! তার উপরে, সুপার-নিউমারারি পোস্ট যারা সৃষ্টি করেছে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ: বুধবার দুরন্ত রিয়ালের সামনে প্রত্যয়ী বায়ার্ন

মাদ্রিদ, ৮ মে (হি.স.): বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদ মুখোমুখি হবে বায়ার্ন মিউনিখের। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিবেচনায় রিয়াল মাদ্রিদ অবশ্যই এগিয়ে। কিন্তু বায়ার্ন মিউনিখ এক বিন্দু ছেড়ে দিতে রাজি নয়। এদিন সেমি-ফাইনালের ফিরতি লেগে সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে দুই দল। হাইভোল্টেজ এই ম্যাচটি শুরু হবে ভারতীয় সময় রাত একটায়।

লড়াইটা ইউরোপের এই দুই ফুটবল পরাশক্তির খেলা দেখার জন্য উদগ্রীব ফুটবল বিশ্ব। চলতি মরসুমে বায়ার্ন একেবারেই ছন্দহীন খেলে ম্যাচ ড্র করেছে।দ্বিতীয় লেগে ঘুরে দাঁড়াতে তারা মরিয়া।

আর রিয়ালের পারদর্শিতা, সক্ষমতা প্রশ্নাতীত।বায়ার্নের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে জয়ের পাল্লাও কিছুটা হেলে রিয়ালের দিকে। একক ম্যাচ হিসেবে মোট ২৭ বার দেখা হয়েছে দুটি দলের, যার ১২বার জিতেছে রিয়াল, ১১টি জয় বায়ার্নের, বাকি চারটি ড্র।

প্রতিযোগিতাটির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি (৫ বার) ফাইনাল খেলার রেকর্ডটি আছে রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তির। আর সেটাকে আরও বাড়িয়ে নেওয়ার দারুণ সুযোগ তার সামনে আজ।

ফুটসালে ফিফার প্রথম র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ: শীর্ষে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা পঞ্চম ও ভারত ১৩৫ নম্বরে

জুরিখ, ৮ মে (হি.স.): প্রথমবার ফুটসালের র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করল ফিফা। পুরুষ ও মহিলা দুটি বিভাগেই শীর্ষস্থানে রয়েছে ব্রাজিল।

ইনডোরে পাঁচজনের যে ফুটবল, সেটাই ফুটসাল। এই ফুটসাল ইউরোপ, লাতিন আমেরিকাসহ সারা পৃথিবীব্যাপী ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।ফুটসাল

ফিফার স্বীকৃতি পেয়েছে ১৯৮৯ সালে।এরপর থেকেই নিয়মিত ফুটসালের বিশ্বকাপের আসর বসছে। তবে ৩৫ বছর ফুটসালের বিশ্ব আসর চললেও এর কোনো র‍্যাঙ্কিং ছিল না। সোমবার প্রথমবার ফুটসালের র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করল ফিফা। ফুটসালের প্রথম র‍্যাঙ্কিংয়ে পুরুষ বিভাগের হিসাবটা করা হয়েছে ৪৬০০টি ফিফা 'এ' ম্যাচের ফলের ভিত্তিতে। ফিফার সদস্য (১৩৯) দেশগুলোর মূল জাতীয় দল মুখোমুখি সাক্ষাৎকার করলেই আন্তর্জাতিক 'এ' ম্যাচের মর্যাদা পেয়ে থাকে।

ফুটসালে পুরুষ বিভাগে প্রথম স্থান ব্রাজিল পেলেও দুইয়ে আছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পর্তুগাল। দুবারের চ্যাম্পিয়ন স্পেন রয়েছে তিনে। এশিয়ার দেশ ইরান চারে আর ২০১৬ সালের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা আছে পাঁচে। ফুটসালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবার ওপরে মালদ্বীপ। তাদের অবস্থান ১১০ নম্বরে। নেপাল ১২১ নম্বরে আর ভারত আছে ১৩৫ নম্বরে।

চ্যাম্পিয়নস লিগ: ১১ বছর পর ফাইনালে বরুশিয়া

প্যারিস, ৮ মে (হি.স.): প্রথম লেগে ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকা পিএসজি ঘরের মাঠে উজ্জীবিত ফুটবল খেলেছিল এমবাপ্পের দল। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না প্যারিসিয়ানদের। উল্টো বরুশিয়া ডর্টমুন্ড গোল করে। এর পর পুরো সারাটা ম্যাচ ডর্টমুন্ড প্রতিরোধ করে গেছে। আর সেই প্রতিরোধে ডটমুন্ড এর বাধা টোপকে গোল করতে পারেনি পিএসজি। এর ফলে ১১ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠেছে ডর্টমুন্ড। মঙ্গলবার রাতে পিএসজির তাদের ঘরের মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেসে ১-০ গোলে জিতেছে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। নিজেদের ঘরের মাঠে প্রথম লেগে তারা জিতেছিল ১-০তে। দ্বিতীয় লেগেও মাটস হুমেলসের গোলে ব্যবধান ২-০ করে জার্মান জায়ান্ট দলটি ফাইনালে চলে গেল।

উল্লেখ্য ২০১৩ সালে শেষবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল খেলেছিল ওয়েম্বলিতে বরুশিয়া। সেবার বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। ১১ বছর পর আবার ফাইনালে তারা, আগামী ১ জুন ইউরোপ সেরার মঞ্চে মাঠে নামবে তারা। এবারের ফাইনালও হবে ওয়েম্বলিতে। সেই ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ অথবা বায়ার্ন মিউনিখের মুখোমুখি হতে চলেছে ডর্টমুন্ড। বায়ান মিউনিখ যদি হয় তাহলে তো প্রতিশোধ নেওয়ার পালা।

"অসংখ্য মানুষকে প্রাণিত ও আলোকিত করতে থাকবে", রবি-স্মরণে মোদী

কলকাতা, ৮ মে, (হি.স.): বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবসে ভিডিও-সহ বাংলা ও ইংরেজিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বুধবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "গুরুদেব টেগোরের জন্মজয়ন্তীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ। তাঁর সহিষ্ণু প্রজ্ঞা ও প্রতিভা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অসংখ্য মানুষকে প্রাণিত ও আলোকিত করতে থাকবে।"

প্রসঙ্গত, বাঙালি যতদিন থাকবে ততদিন থেকে যাবে ২৫ বৈশাখ। ওই দিন জাতির ""ঠাকুরে""র জন্মদিন। ১৮৬১ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্তান।

""অসুস্থ"" কর্মীরা গণছুটিতে, বাতিল এয়ার ইন্ডিয়ার ৭০ উড়ান

নয়াদিল্লি, ৮ মে (হি. স.): বুধবার আচমকাই কর্মীসঙ্কটের জেরে বিপাকে পড়ল এয়ার ইন্ডিয়া। যার জেরে বাতিল হয়ে গেল প্রায় ৭০টির বেশি বিমান। জানা গিয়েছে, এক সঙ্গে প্রায় ৩০০ কর্মী আচমকাই ছুটি নিয়েছেন, যার ফলে এমন পরিস্থিতি। কিন্তু এতজন একসঙ্গে ছুটি পেলেন কীভাবে। সূত্রের খবর, এয়ার ইন্ডিয়ার শতাধিক কেবিন ক্রু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

এয়ার ইন্ডিয়ার মুখপাত্র বলছেন, ""কোনও নোটিস না দিয়েই পাইলট, বিমানকর্মীরা অসুস্থ বলে ছুটি নিয়ে নেন। এর ফলে সমস্ত বিমান বাতিল করতে হয়। যাত্রীরাও হয়রানির মুখে পড়েন। প্রভূত ক্ষতি হয়েছে সংস্থার।""

কী কারণে বিমানকর্মীরা এমন কাণ্ড ঘটালেন তা এখনও সংস্থার তরফে জানানো হয়নি। তবে সূত্র মারফৎ খবর পাওয়া গেছে, বেতনের পরিবর্তিত কাঠামো নিয়ে ক্ষোভ জমছিল দীর্ঘদিন ধরেই। কর্মীরা আগেই বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। তাতে কাজ না হওয়ায় অসুস্থতার দোহাই নিয়ে কার্যত গণছুটি নিয়েছেন পাইলটরা। এদিকে কাজে আসছেন না অন্যান্য বিমানকর্মীরাও। ফলে রীতিমতো ভরাডুবি হয়েছে।

"তিনিই পরম আশ্রয়, আত্মার আত্মীয়" বিশ্বকবিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৮ মে, (হি.স.): বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বুধবার এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ''তাঁকে জানাই আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম। দেশ, কালের গন্ডি পেরিয়ে আজও আমাদের আনন্দ-বেদনায়, আশা-নিরাশায়, সংকট-সাফল্যে, উৎসব-পার্বণে তিনিই পরম আশ্রয় — আত্মার আত্মীয়।

প্রার্থনা করি, মনুষ্যত্বের যে শিক্ষা তিনি দিয়ে গিয়েছেন তাকে পাথেয় করে এভাবেই যেন মাথা উঁচু করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে, সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারি। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করে বলি —

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।''

রবীন্দ্রনাথকে শত কোটি প্রণাম অমিত শাহর

কলকাতা, ৮ মে, (হি.স.): রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বুধবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কালজয়ী রচনার মাধ্যমে শুধু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন শক্তির সঞ্চারই করেননি বরং তাঁর দৃঢ় চিন্তা দিয়ে দেশের সংস্কৃতি ও সাম্যকেও আলোকিত করেন। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে উচ্চশিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলন করেছিলেন।

মহান চিন্তাবিদ গুরুং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, তাঁর জন্মজয়ন্তীতে জানাই শত কোটি প্রণাম।"

২৫শে বৈশাখ মেট্রো-পরিষেবা সীমিত

কলকাতা, ৮ মে, (হি.স.): রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে বুধবার রাজ্যজুড়ে সরকারি ছুটি। স্কুল-কলেজ-সহ অনেক অফিস-কাছারিও বন্ধ। স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ যাত্রীসংখ্যাও বেশ কিছুটা কম। তাই 'ব্লু লাইনে' মেট্রো পরিষেবা কম রয়েছে।

সাধারণত সপ্তাহের ব্যস্ত দিনে নর্থ-সাউথ করিডোরে ২৮৮টি মেট্রো চলে। তবে বুধবার ছুটি বলে সারাদিনে ২৩৪টি মেট্রো চলবে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে ১১৭টি আপ ও ১১৭টি ডাউন পরিষেবায় চালু থাকবে ।

দমদম থেকে কবি সুভাষ এবং কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত যাতায়াতে দিনের প্রথম মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত ছিল। অন্যান্য দিনের মতো এদিনও প্রথম মেট্রো পাওয়া যায় সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে ।

দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া গিয়েছে সকাল ৬ টা ৫৫ মিনিটে। এক্ষেত্রেও সময় অপরিবর্তিত ছিল অন্যান্য দিনের মতো। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্য্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া গিয়েছে সকাল ৭ টায়। ছুটি থাকলেও প্রথম মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত ছিল।

দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্য্যন্ত যাতায়াতের দিনের শেষ মেট্রোটি পাওয়া যাবে রাত ৯ টা ২৮ মিনিটে। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত ৯ টা মিনিটে। দমদম থেকে কবি সুভাষ ও কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্য্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত ৯ টা ৪০ মিনিটে। সব ক্ষেত্রেই সময় অপরিবর্তিত থাকছে। অন্যদিকে মেট্রো অন্যান্য শাখা অর্থাৎ, 'গ্রিন', 'অরেঞ্জ' ও 'পার্পল' লাইনে এদিন বাকি দিনের মতোই স্বাভাবিক পরিষেবা আছে।

বাংলাদেশে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রস্মরণ

ঢাকা, ৮ মে, (হি.স.): বুধবার নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নোবেল বিজয়ী বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করেন বাংলাদেশে তাঁর অগণিত ভক্ত। শুধু দুই বাংলার বাঙালিই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলা ভাষাভাষীরা কবির জন্মবার্ষিকীর দিবসটি পালন করে হৃদয় উৎসারিত আবেগ ও পরম শ্রদ্ধায়। এবার জন্মবার্ষিকী উদযাপনের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'সমাজ সংস্কার ও রবীন্দ্রনাথ।'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় পর্য্যায়ে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কবি গুরুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এ দিন বেলা ১১টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশ্ব কবির ১৬৩ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ৩ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান মালার উদ্বোধন করেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ছায়ানটের রবীন্দ্র-উৎসব ২৫ ও ২৬ বৈশাখ (৮ ও ৯ মে) ছায়ানট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে সন্ধ্যা ৭টায়। এ ছাড়াও জাতীয় পর্য্যায়ের অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে বিশ্বকবির স্মৃতিবিজড়িত কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর এবং খুলনার দক্ষিণডিহি ও পিঠাভোগে স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় যথাযোগ্য মর্য্যাদায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে।

এ উপলক্ষে রবীন্দ্রমেলা, রবীন্দ্রবিষয়ক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কবির চিত্রশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বাংলা একাডেমিও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে।

সন্দেশখালির স্টিং অপারেশনের ভিডিয়োকে ছড়িয়ে দিতে অভিনব পন্থা তৃণমূলের

উত্তর ২৪ পরগনা, ৮ মে, (হি.স.): সন্দেশখালির স্টিং অপারেশনের ভিডিয়োকে (সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্থান সমাচার) প্রচারের অস্ত্র করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। গ্রামে গ্রামে এই ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আরও অভিনব পন্থা নিল তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী প্রচারে ওই ভিডিওর কথা তুলে ধরছেন সভায়। ওই ভিডিয়োকে সম্বল করে নতুন কায়দায় প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল। একটি ট্যাবলো গাড়ি করে সেই ভিডিয়ো প্রচার করা হচ্ছে গ্রামে গ্রামে। সন্দেশখালির ভিডিয়ো নিয়ে তৃণমূলের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে গ্রামে গ্রামে।

সন্দেশখালির ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার দিনেই সন্ধ্যায় বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে এই ভিডিয়োর বেশ কিছু ক্লিপিং-এ একাধিক বিজেপি নেতার বক্তব্য তুলে ধরে একটি প্রতিবাদী ভিডিয়ো সম্প্রচার করেন অভিষেক।

সীমান্তে গভীর রাতে অনুপ্রবেশের সময় বিএসএফের গুলিতে দুই বাংলাদেশির মৃত্যু

দার্জিলিং, ৮ মে, (হি.স.): মঙ্গলবার গভীর রাতে ফাঁসিদেওয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া কেটে অনুপ্রবেশের সময় বিএসএফের গুলিতে দু'জনের মৃত্যু হয়। সূত্রের খবর, মৃতরা বাংলাদেশের বাসিন্দা। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

কাঁটাতারের বেড়া কেটে এই অনুপ্রবেশের ছক চলছিল। মৃত্যুর খবর জানতে পেরে ফাঁসিদেওয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ফকিরপাড়া এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা বুধবার সকালে সীমান্তের কাঁটাতারের এই পাড়ে ভিড় করেন।

তদন্তকারীদের অনুমান গরু পাচারের উদ্দেশ্যেই পাচারকারীরা এদেশে আসছিল। সেই সময়ই ঘটে এই ঘটনা। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ এবং বিএসএফের উপস্থিতিতে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়।

রাশিয়ার সেনায় চাকরির টোপ দেওয়ার অভিযোগে সিবিআই হেফাজতে ৪

নয়াদিল্লি, ৮ মে (হি. স.): চাকরির টোপ দিয়ে ভারতীয় যুবকদের রাশিয়ার সেনায় অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগে ৪ জনকে হেফাজতে নিলো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

জানা গেছে, যুবকদের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলত এই চারজন। অভিযুক্তদের জেরা করে জানা গিয়েছে, মিথ্যা কথা বলে ভারতীয় নাগরিকদের অবৈধভাবে রাশিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। এরপর তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে বাধ্য করা হয়।

মঙ্গলবার সিবিআই এক বিবৃতিতে বলেছে, এই পাচারকারীরা একটি সংগঠিত নেটওয়ার্ক হিসাবে কাজ করে এবং সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেল এবং তাদের স্থানীয় পরিচিতি এবং এজেন্টদের মাধ্যমে রাশিয়ায় উচ্চ বেতনের চাকরির জন্য ভারতীয় নাগরিকদের প্রলুব্ধ করতো।

বুধবার রবীন্দ্রজয়ন্তীতে বাংলাজুড়ে রবি-স্মরণ

কলকাতা, ৮ মে (হি. স.): বুধবার ২৫ বৈশাখ, রবি ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী পালন হচ্ছে রাজ্যজুড়ে। গোটা বাংলাজুড়েই প্রায় পুরো বৈশাখ মাসই হয় রবি-স্মরণ। তবে আজকের দিনটা বিশেষ। তাঁর গান কবিতার মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা হচ্ছে সকাল থেকেই।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মূল অনুষ্ঠান রবীন্দ্র সদনে। এদিন তাতে অংশ নেবেন বাংলার নামী কলাকুশলীরা। যদিও ভোটের জন্য আদর্শ আচরন বিধি চালু থাকায়, এই অনুষ্ঠানে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থাকতে পারবেন না। এছাড়া জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেও আয়োজিত হবে কবি প্রণাম।

বুধবার উচ্চ মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ

কলকাতা, ৮ মে (হি. স.): বুধবার উচ্চ মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ। পরীক্ষা শেষের ৬৯ দিন পর ফল প্রকাশ করছে শিক্ষা সংসদ। এদিন দুপুর ১টায় সাংবাদিক সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিক ভাবে ফল ঘোষণা করবেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি। দুপুর ৩টে থেকে ওয়েবসাইটে রেজাল্ট দেখতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা।

প্রসঙ্গত, এবছর ৭ লক্ষ ৯০ হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। মোট পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল ২ হাজার ৩৪১টি। গত ১৬ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলে। এবছর মার্কশিটে নম্বরের পাশাপাশি থাকবে পার্সেন্টাইল ব্যবস্থাও।

উল্লেখ্য, বুধবার ফল প্রকাশিত হলেও এদিনই মার্কশিট ও শংসাপত্র হাতে পাবেন না পরীক্ষার্থীরা। আগামী ১০ মে স্কুলগুলির হাতে মার্কশিট ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে। সংসদের ৫৫টি বিতরণ কেন্দ্র থেকে স্কুলগুলিকে এই শংসাপত্র দেওয়া হবে।

RECOGNISING GREEN REPORTING

(As part of Celebrating International Day for Biological Diversity-2024) Tripura Biodiversity Board (TBB) has a mandate to create awareness on Conservation of Biological Diversity, its sustainable use & equitable sharing of benefits utilizing mass media. Towards this end, TBB proposes to felicitate Green Journalist for Nature Conservation Reporting (Forests, Wildlife, Biodiversity) for the FY 2023-24.

TBB invites application and other details from the interested & eligible Journalist/ Reporters of Tripura for participating in the Green Journalist Award. News/Articles/ Stories published during FY 2023-24 will be considered for this purpose. Interested/ eligible Newspapers/ Journalists can submit a list of following information alongwith details by Post or by Hand.

For Green Journalist Award:

(i) Name of registered Journalist with copies of ID Card, Mobile No & Name & email address.
(ii) Copies of all articles on Biodiversity, Nature, Forests & Wildlife written by Journalist concerned separately on
(a) Front Page
(b) Editorial Page
(c) Middle/ Last pages of Newspaper
(iii) Cartoon/ Photographs on Nature/ Forests/ Wildlife/ Biodiversity published by him

Winner of Green Journalist will be awarded with Memento alongwith Certificate.

Application along with paper cutting shall reach this office by Post or by Hand within 18/05/2024 before 05.30 PM. Further information/ clarification if required can be obtained over telephone only (+91 8259891830) from the office of the Tripura Biodiversity Board, Room No-405, Aranya Bhawan, Gurkhabasti, Agartala, Tripura (W) or website: www.biodiversity.tripura.gov.in.

ICA/ D/189/24

(R. K. Samal, IFS)
Member Secretary
Tripura Biodiversity Board

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি এড়াতে নিয়মিত চিজ খাওয়া জরুরি

ভুলো মনে কাজ করলে সেটাই সাফল্য আসে না। কিন্তু ছোট ছোট কথাও যদি মনে না রাখতে পারেন, তাহলে সাবধান হওয়া জরুরি। হতে পারে আপনি ধীরে ধীরে ডিমেনশিয়ার দিকে এগোচ্ছেন। ২০১৯ সালে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রায় ৩৮ লক্ষ মানুষ ডিমেনশিয়ায় ভুগছেন। ল্যানসেট পত্রিকার তথ্য বলছে, ২০৫০ সালের মধ্যে এই সংখ্যাটাই ভারতে প্রায় ১ কোটি ১৪ লক্ষ্যে গিয়ে দাঁড়াবে। তাই সাবধান না হলেই বিপদ। তবে, জাপানের সাম্প্রতিকতম গবেষণা বলছে, ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি এড়াতে নিয়মিত চিজ খাওয়া জরুরি।

বয়স বাড়লে স্মৃতিশক্তি কমতে থাকে। কিন্তু আপনি যদি নিজের নাম, ঠিকানা ভুলে যান, কাছের মানুষদের চিনতে পর্যন্ত না পারেন, এটা মোটেও স্বাভাবিক নয়। আংশিক বা সামগ্রিকভাবে স্মৃতিশক্তি লোপ পেলে, ভাবনাচিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে সমস্যা। একে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ডিমেনশিয়া বলা হয়। মূলত মস্তিষ্কে স্নায়ুর জটিলতার কারণেই এই রোগ দেখা দেয়। ডিমেনশিয়ার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। তার মধ্যে দুরারোগ্য হল পার্কিনসন্স বা অ্যালঝাইমার্স। আর এটাই সবচেয়ে সাধারণ, যা বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে দেখা যায়।

ডিমেনশিয়ার কোনও স্থায়ী সমাধান নেই। কিন্তু মানসিক চাপ কমিয়ে, স্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়া ও শরীরচর্চার মাধ্যমে এই রোগের ঝুঁকি কমানো যায়। তবে, সম্প্রতি জাপানের এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত চিজ খেলে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমানো যায়।

গবেষণায় ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ১,৫০০ জনের খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সেখানেই দেখা গিয়েছে, যাঁরা চিজ খান, তাঁদের জ্ঞানীয় শক্তি অন্যদের তুলনায় ভাল।নিউট্রিশন জার্নালে প্রকাশিত ওই গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, দুগ্ধজাত পণ্য ও মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে। তাছাড়া ওই গবেষণায় দশ জনের মধ্যে আট জনের খাদ্যতালিকায় চিজ ছিল, যা তাঁদের কগনিটিভ কার্যকারিতাকে উন্নত করতে সাহায্য করেছে। ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমালেও নিয়মিত চিজ খাওয়া মোটেই স্বাস্থ্যকর অভ্যাস নয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত চিজ খাওয়ার ফলে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে এবং রক্তে শর্করার মাত্রারও হেরফের হয়েছে। তাই এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

হার্ট থেকে কিডনি, প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি খেলে ক্ষতি হতে পারে সবেরই

খাবারে সামান্য একটু নুন কম হলেই মেজাজ একেবারে সপ্তমে। আলাদা করে নুন না মিশিয়ে ঝাল, ঝোল, তরকারি কিছুই মুখে রোচে না। এমনকি বাইরে বেরিয়ে সামান্য ফুচকা খেতে গেলেও আলুর পুরে বেশি করে নুন মেশাতে বলতে হয়। শরীরে প্রয়োজনীয় নানা উপাদনের মধ্যে সোডিয়াম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যা সাধারণ খাবারের মধ্যে দিয়েই প্রতি দিন শরীরে প্রবেশ করে।

তবে তারও নির্দিষ্ট মাত্রা আছে। দিনের পর দিন শরীরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নুন খাওয়ার ফলে শরীরে কেমন প্রভাব পড়ে, তা জানেন?

১) উচ্চ রক্তচাপ

নুন বেশি খেলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়। যা রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার জন্যে অনেকাংশে দায়ী। রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তা রক্তবাহিকার উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বেড়ে যায়।

২) কিডনির সমস্যা

শরীরে তরলের মাত্রা ঠিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিডনি। অতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে তরলের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে কিডনির উপর চাপ পড়ে। দীর্ঘ দিন ধরে কিডনির উপর চাপ পড়তে থাকলে তা বিকল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

৩) ওয়াটার রিটেনশন

অতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে তরলের মাত্রা বাড়তে থাকে। এই অতিরিক্ত তরলই শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমতে শুরু করে। পায়ের পাতা, গোড়ালি বা হাতের বেশ কিছু অংশে ফোলা ভাব দেখা যায়। সেখান থেকে প্রদাহ বাড়তে পারে।

৪) জল তেষ্টা বাড়িয়ে দেয়

অতিরিক্ত নুন খেলে জল তেষ্টা বেড়ে যায়। তাতে শরীরের ভাল তো নয়ই উল্টে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। শরীর ভাল রাখতে গেলে জল খাওয়া প্রয়োজন। তবে তারও নির্দিষ্ট মাপ রয়েছে। সারা দিনে ৭ থেকে ৮ গ্লাস অর্থাত ৩ থেকে ৪ লিটার জল খাওয়াই যথেষ্ট বলে মনে করেন চিকিতকেরা। তার বেশি জল খেলেই কিডনি, লিভারের মতো অঙ্গের উপর চাপ পড়ে।

৫) অস্টিয়োপোরোসিস

অতিরিক্ত নুন খেলে হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। মাত্রাতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। হাড়ের জন্যে প্রয়োজনীয় ক্যালশিয়াম মূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। ফলে হাড় সহজেই ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

উচ্চ রক্তচাপকে নীরব ঘাতক বলা হয়

উচ্চ রক্তচাপকে নীরব ঘাতক বলা হয়। কখন যে উচ্চ রক্তচাপ নিঃশব্দে আপনার শরীরের একের পর এক অঙ্গকে ধীরে-ধীরে আঘাত করতে শুরু করে, তা বোঝাও যায় না। তবে সমস্যা তৈরি হয় রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার পর। উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থেকে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। তাই হাইপারটেনশন নিয়ে সচেতন না হলেই মুশকিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ঢছঞ্জ)-র প্রকাশিত নতুন তথ্য অনুযায়ী, এই মুহূর্তে ১৯ কোটি ভারতীয় হাইপারটেনশনে ভুগছেন। এই প্রথমবার হাইপারটেনশন নিয়ে ঢছঞ্জ তাদের গ্লোবাল রিপোর্ট প্রকাশ্যে এনেছে। সেই রিপোর্টে ভারতকে কেন্দ্র করে যে সব তথ্য সামনে এনেছে WHO, তাতে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বাড়ারই কথা।

ভারতের মতো দেশে যেখানে জনস্বাস্থ্য বা Public Health নিয়ে চর্চা-আলোচনা-সচেতনতা কম, সেখানে কী ভবিষ্যৎ এই হাইপারটেশনের?ঢছঞ্জ-র দাবি, ৩০-৭৯ বয়সী ব্যক্তিরা যদি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন, তাহলে ২০৪০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৪০ মিলিয়ন (৪ কোটি) মৃত্যু রোধ করা সম্ভব। হাইপারটেনশনের জেরে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, হার্ট ফেলিওর, কিডনির সমস্যা, চোখের সমস্যা, মেটাবলিক সিন্ড্রোমের মতো সমস্যা দেখা দেয়। এর মধ্যে কিছু-কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা প্রাণঘাতী। তবে শুধুমাত্র রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেই আপনি এসব সমস্যা থেকে দূরে থাকতে পারবেন।রিপোর্ট প্রকাশের সময় হু-র ডিরেক্টর জেলারেল তেদ্রস আধানম ঘেব্রেয়েসুস বলেন, ‘‘উচ্চ রক্তচাপ প্রাণঘাতী। এমনকী কার্ডিওভাসকুলার রোগে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। আমি এই রোগের শিকার, তাই জানি এই হাইপারটেনশনের ভয়াবহতা। আমি ভাগ্যবান যে, আমি যথাযথ ওষুধ ও চিকিৎসাব্যবস্থার মধ্যে রয়েছি দুর্ভাগ্যবশত, যাঁরা হাইপারটেনশনে আক্রান্ত তাঁদের সবার ক্ষেত্রে এমনটা হয় না, এটি এমন একটি রোগ যাকে নীরব ঘাতক বলা হয়।’’

চুলের তেল, প্যাক থেকে সিরাম, সবই তৈরি করে ফেলা যায় পেঁয়াজের খোসা দিয়ে

প্রতি দিনের মাছের পদে পেঁয়াজ, রসুন না পড়লেও ডিম কিংবা মাংস রাঁধতে গেলে পেঁয়াজ চাই। রূপচর্চাতেও পেঁয়াজের রস কাজে লাগে। তাই পেঁয়াজ কাটার পর তার খোসার জায়গা হয় আবর্জনার বালতিতে। শুনতে অবাক লাগলেও এ কথা সত্যি যে পেঁয়াজের মতোই পেঁয়াজের খোসারও অনেক গুণ রয়েছে। সামনেই তো পুজো। বেহাল চুলের জেল্লা ফেরাতে প্রচুর খরচ করে সালোঁয় না গিয়ে পেঁয়াজের খোসা দিয়েই তৈরি করে ফেলতে পারেন তেল, সিরাম এবং মাস্ক।

যা নিষ্প্রাণ চুলে জেল্লা আনবে এবং অতিরিক্ত চুল ঝরে পড়ার সমস্যা থেকেও রেহাই দেবে।

১) পেঁয়াজের খোসা দিয়ে তৈরিহেয়ার মাস্ক:

পেঁয়াজের খোসা রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে রাখতে পারেন। না হলে দোকান থেকে তা কিনেও আনতে পারেন। এ বার খোসার সঙ্গে পরিমাণ মতো অ্যালো ভেরা জেল মিশিয়ে একটি প্যাক তৈরি করুন। স্নানের আগে মাথার ত্বকে, চুলে ভাল করে মেখে রাখুন এই মিশ্রণ। ঘণ্টাখানেক রেখে মাইল্ড কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

২) পেঁয়াজের খোসা ভেজানো জল:

বাজার থেকে কেনা সিরামে রাসায়নিক পদার্থ থাকতেই পারে। তাই বলে চুলের যত্নে সিরাম মাখা বন্ধ থাকবে কেন? বাড়িতে সহজেই তৈরি করে ফেলতে পারেন এই প্রসাধনীটি। একটি পাত্রে জল এবং পেঁয়াজের খোসা ভাল করে ফুটিয়ে নিন। জল কিছুটা ঠান্ডা হলে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন। স্নানের আধ ঘণ্টা আগে ওই জল দিয়ে মাথা ধুয়ে নিন। তার পর হালকা কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

৩) পেঁয়াজের খোসা দিয়ে তৈরি তেল:

নারকেল তেল এবং রোদে শুকনো করে রাখা পেঁয়াজের খোসা ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার হালকা আঁচে তেল গরম হতে দিন। কিন্তু ফোটানোর প্রয়োজন নেই। তার পর একটু ঠান্ডা হলে মাথার ত্বকে মেখে ফেলুন। আধঘণ্টা রেখে মাইল্ড কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

গ্যাস, অম্বল, পেটের সমস্যা এখন ঘরে-ঘরে

গ্যাস, অম্বল, পেটের সমস্যা এখন ঘরে-ঘরে। এর পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। অতিরিক্ত ভাজাভুজি খাওয়া, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, শরীরচর্চার অভাব, বিভিন্ন কারণে এই সমসা হতে পারে। গ্যাস, অম্বলের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই মুঠো-মুঠো ট্যাবলেট খেয়ে থাকেন। এতে হীতে বিপরীত হয়। আর এই ধরনের ওষুধ শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এবিষয়ে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য।এই ধরেনর ওষুধ, শরীরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তা দ্রবীভূত হয় এবং রক্তের সঙ্গে বিভিন্ন টিস্যুতে পৌঁছায়। যার কারণে ডিমেনশিয়ার মতো রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, এই বিষয়ে গবেষণা কী বলে। আমেরিকান একাডেমি অফ নিউরোলজির মেডিকেল জার্নাল নিউরোলজিতে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা ডিমেনশিয়ার ঝুঁকিকে ‘প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর’ (পি-পিআই) ড্রাগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে দাবী করেছে। ডিমেনশিয়া হল এমন একটি অবস্থা যখন একজন ব্যক্তি যেকোনও বিষয় নিয়ে বিভ্রান্ত হতে শুরু করেন। এতে ছোটখাটো জিনিস ভুলে যাওয়া এবং অকারণে বকবক করার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। অ্যাসিডিটি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অনেকেই ‘প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর’ (পি-পিআই) ওষুধ খান। আর এতেই বাড়ছে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি। গবেষণা অনুসারে, যাঁরা প্রায় ৪ বছর ধরে এক নাগাড়ে এই ধরনের ওষুধ খেয়ে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যেই এই সমস্যা বেড়েছে। ৪৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ৫,৭১২ জন ব্যক্তি এই গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন এবং যখন এই গবেষণা শুরু হয়েছিল, তখন কারও ডিমেনশিয়ার মতো সমস্যা ছিল না। সমীক্ষা চলাকালীন, গবেষকরা তাঁদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছেন, যার ফলস্বরূপ দেখা গিয়েছে যে তাঁদের মধ্যে ২৬ শতাংশ এই সমস্যার শিকার হয়েছেন এই ধরনের ওষুধ খাওয়ার ফলে।

সুস্থ থাকতে গেলে নিয়মিত টক দই খেতে হবে

দুধের চেয়ে দইয়ের পুষ্টিগুণ অনেকটাই বেশি। দুধ থেকে দই তৈরির যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তাতেই ল্যাক্টোব্যাসিলাস ব্যাক্টেরিয়ার জন্ম। ফলে যাঁদের ল্যাক্টোজ ইনটলারেন্স রয়েছে, তাঁদের দই খেতে সমস্যা হয় না। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অন্ত্রে থাকা ভাল ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে পারে টক দই।

তাই শিশু থেকে বৃদ্ধ, সকলকেই টক দই খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। টক দই খেলে শরীরে আর কী কী উপকার হয় জানেন?

১) প্রতিরোধশক্তি বাড়িয়ে তোলে

আবহাওয়ার খামখেয়ালি স্বভাবের জন্য সংক্রমণজনিত নানা প্রকার রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্দি-কাশি-জ্বর তো প্রায় প্রতিটি ঘরেই হচ্ছে। এই সময়ে নিয়মিত টক দই খেলে তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

২) হাড় মজবুত করে

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের হাড়ের ক্ষয় হয় বেশি। তাই অস্টিয়োপোরোসিসের মতো হাড়ের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে নিয়মিত টক দই খেলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালশিয়াম শরীরে পৌঁছয়। যা এই ধরনের হাড়ের সমস্যা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৩) উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে

টক দই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। যাঁরা নিয়মিত টক দই খান, তাঁদের রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রাও সীমার মধ্যেই থাকে। ফলে ধমনীর পথ রুদ্ধ হয়ে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা কিছুটা হলেও এড়িয়ে চলা যায়।

৪) গোপনাঙ্গের সুরক্ষায়

বর্ষাকালে মহিলাদের গোপনাঙ্গে ছত্রাকঘটিত সংক্রমণের বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। যৌনাঙ্গের পিএইচের মাত্রায় হেরফের হতে পারে। চিকিতকেরা বলছেন, টক দইয়ে থাকা ভাল ব্যাক্টেরিয়া এই ধরনের ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ রুখে দিতে পারে।

৫) ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে

পুজোর আগে শরীরের বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ছিপছিপে হতে চাইলে নিয়মিত টক দই খাওয়া শুরু করতে হবে এখন থেকেই। কারণ, টক দই খেলে বিপাক হার ভাল হবে। আর বিপাকহার ভাল হলে ওজন ঝরানো সহজ হবে। এ ছাড়াও, শরীর থেকে কর্টিজল হরমোন ক্ষরণের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করে টক দই। এই কর্টিজল হরমোনও কিন্তু শরীরে মেদ জমার আরও একটি কারণ।

ডায়াবেটিস থেকে ক্যানসার, সব সমসা থেকে মুক্তি দেবে গোলমরিচ

গোলমরিচ বা কালো মরিচ সারা বিশ্বে সর্বাধিক ব্যবহৃত মশলাগুলির মধ্যে একটি। খাবারের স্বাদ বাড়াতে এর জুড়ি নেই। হিন্দু ধর্মের নামা পুজাতেও গোল মরিচ ব্যবহার করা হয়। গোল মরিচকে স্বাস্থ্যের জন্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এতে শক্তিশালী ঔষধি উপাদান রয়েছে, যার কারণে এটি আয়ুর্বেদে অনেক রোগের চিকিৎসার জন্যও ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই গোল মরিচ খাওয়ার চল রয়েছে। গোলমরিচের স্বাস্থ গুণের শেষ নেই। আসুন জেনে নেওয়া যাক গোলমরিচ খেলে শরীরের কী-কী উপকার হয়

অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভাণ্ডার — গোল মরিচ শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভাণ্ডার হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ফ্রি র‍্যাডিক্যালের ক্ষতিকর প্রভাব শরীরে পৌঁছাতে বাধা দেয়। হেলথলাইনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দূষণ, সিগারেটের ধোঁয়া এবং সূর্য্যের রশ্মির মতো জিনিসের সংস্পর্শে শরীর ব্যাডিকেল তৈরি করে, যা শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে এবং হৃদরোগ এবং ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। গোলমরিচে উপস্থিত পাইপেরিন এই ফ্রি র‍্যাডিক্যাল থেকে শরীরকে রক্ষা করে এবং শরীর সুস্থ রাখে।

গোল মরিচ আমাদের শরীরের ক্রমবর্ধমান প্রদাহ কমাতে কার্যকর। শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রদাহ বাড়লে বাত, হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস হতে পারে। গোল মরিচে উপস্থিত যৌগ শরীরের প্রদাহ কমাতে সহায়ক। এতে অ্যালার্জি, অ্যাজমা, আর্থাইটিসসহ অনেক রোগের ঝুঁকি কমে যায়।

মস্তিষ্কের জন্য উপকারী- গোল মরিচ আমাদের মস্তিষ্কের জন্য খুবই উপকারী। এনমিলের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, গোল মরিচে উপস্থিত পিপারিন মস্তিষ্কের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষ করে যাঁদের আলজাইমার এবং পারকিনসনের মতো সমস্যা রয়েছে, তাঁরা গোল মরিচ খেলে উপশম পেতে পারেন। গোল মরিচ স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ করতে চাইলে গোল মরিচ খেতে পারেন। দীর্ঘ সময়ের জন্য স্মৃতিশক্তিকে তীক্ষ্ণ রাখতে সাহায্য করবে এটি।

রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ করুন — অনেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, গোল মরিচে উপস্থিত পিপারিন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। গোল মরিচ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য তাই ভীষণ উপকারী।

ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়- গোল মরিচ খেলে ক্যানসারের ঝুঁকি কমে। আসলে, গোল মরিচে একটি সক্রিয় যৌগ রয়েছে, যা ক্যানসারের কোষের বৃদ্ধি কমায়। এছাড়াও গোল মরিচে রয়েছে কোলেস্টেরল কমানোর বৈশিষ্ট্য। যাঁরা কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভুগছেন তাঁদের গোল মরিচ খাওয়া উচিত। তবে এর আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

রোগা হওয়ার জন্য অনেকেই তোড়জোড় শুরু করেন

রোগা হওয়ার জন্য অনেকেই তোড়জোড় শুরু করেন। খাওয়াদাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ না করলে ওজন কমানো সম্ভব নয়। শরীরে মেদ জমা হয় খাওয়াদাওয়ার বেনিয়মেই। সেই বাড়তি ওজন ঝরাতে রাশ টানতে হবে খাওয়াদাওয়াতেই। ছিপছিপে হতে তাই কমবেশি সকলেই ভরসা রাখেন ডায়েটে। রোগা হওয়ার পরিকল্পনা করলেই প্রায় উপোস করার পথে হাঁটতে শুরু করেন কেউ কেউ। তাতে অবশ্য লাভ কিছু হয় না। বরং ক্ষতি হয় যথেষ্ট। ডায়েট করেও ওজন ঝরে না। জেনে নিন, কোন অভ্যাসগুলি ওজন কমানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রোবায়োটিক না খাওয়া: ওজন ঝরানোর পর্বে প্রোবায়োটিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শরীরে প্রোবায়োটিকের ঘাটতি হলে ওজন কমানো মুশকিল হয়ে পড়ে। দইয়ে প্রোবায়োটিক সবচেয়ে বেশি থাকে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রোবায়োটিক খেতেই হবে। রোজ নিয়ম করে দই, দইয়ের ঘোল, দই দিয়ে বানানো ফ্রুট স্যালাড বেশি করে খেতে হবে।

জল কম খাওয়া: ওজন কমানোর জন্য শুধু কড়া ডায়েট মানলেই হবে না, জলও খেতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। নিয়ম মেনে ডায়েট করলেও জল খেতে ভুলে যান অনেকেই। জল কম খেলে হজম ভাল হয় না। রোগা হওয়ার জন্য হজম ঠিকঠাক হওয়া জরুরি। প্রয়োজনের তুলনায় কম জল খাওয়ার অভ্যাস ওজন বাড়িয়ে দেয়। তাই রোজ বেশি করে জল খেতে হবে। এ ছাড়া, জল বেশি আছে এমন ফল, ফলের রস খাওয়া যায়।

সকালের খাবার না খাওয়া: সকালে উঠে অনেক ক্ষণ খালি পেটে থাকা সবচেয়ে খারাপ অভ্যাস। এতে ওজন তো কমেই না, উল্টে বেড়ে যায়। উপোস করে থেকে ওজন কমানোর পরিকল্পনা একেবারেই ভুল। বরং সময় মতো স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ওজন ঝরানো যায়। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে সকালের খাবার এড়িয়ে গেলে চলবে না।

চিনি খাওয়ার অভ্যাস: ওজন ঝরানোর জন্য ডায়েট করতে গিয়ে মিষ্টি, কেক-পেস্ট্রি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, অথচ রোজ সকালে চিনি দেওয়া চা, এমনকি রান্নাতেও চিনি ব্যবহার করছেন। দ্রুত ওজন ঝরাতে চাইলে সবার আগে চিনি খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

শরীরচর্চা না করা: খুব বেশি কড়া ডায়েট যেমন কিটো ডায়েট কিংবা ক্রাশ ডায়েট করে ওজন ঝরানোর তুলনায় পুষ্টিবিদেরা স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ওজন কমানোর পরামর্শ দেন বেশি। তবে কেবল ডায়েট নয়, সঙ্গে অবশ্যই শরীরচর্চাও করতে হবে। জিমে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভারী শরীরচর্চা না করলেও হাঁটাহাঁটি, জগিং, কার্ডিয়ো, যোগাসনের মতো হালকা ব্যায়াম কিন্তু করতেই হবে।

বুধবার কংগ্রেস ভবনে কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়।

লুকাকুকে ছেড়ে দিচ্ছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের জায়ান্ট ক্লাব চেলসি!

ইংল্যান্ড, ৮ মে (হি.স.): বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড রোমেলু লুকাকুর চেলসিতে থাকা নিয়ে অনেকদিন ধরেই জল্পনা চলছিল। অবশেষে তাকে বিক্রি করে দিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের জায়ান্ট ক্লাব চেলসি। আসন্ন গ্রীষ্মকালীন দলবদলেই লুকাকুকে বিক্রি করতে চাইছে চেলসি।

এই তারকা ফরোয়ার্ডের জন্য ৩৮ মিলিয়ন দাম নির্ধারণ করেছে চেলসি। লুকাকুর এজেন্টের সঙ্গে আলোচনার পর লুকাকুর রিলিজ ক্লজ নির্ধারণ করেছে চেলসি।

মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে এই খবর নিশ্চিত করেছে বিদেশি সংবাদমাধ্যম।

কবিগুরুর জন্মজয়ন্তীতে পুরনো সংসদ ভবনে শ্রদ্ধা নিবেদন স্পিকার ওম বিড়লার

নয়াদিল্লি, ৮ মে (হি. স.) : বুধবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী। সেই উপলক্ষে বাঙালি তো বটেই গোটা দেশবাসী শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

এদিন সকালে সংবিধান সদন (পুরোনো সংসদ ভবন)-এর সেন্ট্রাল হলে বিশ্বকবির ছবিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান স্পিকার ওম বিড়লা। তিনি ছাড়াও এদিন সংসদ ভবনে আসা সাংসদরাও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কবিগুরুকে।

উল্লেখ্য, বুধবার সকালেই নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ।

বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য নিয়ে স্যাম পিত্রোদাকে নিশানা অনুরাগ ঠাকুরের

নয়াদিল্লি, ৮ মে (হি. স.): বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য নিয়ে কংগ্রেস নেতা স্যাম পিত্রোদাকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর।

বুধবার তিনি বলেন, স্যাম পিত্রোদা, আপনি আর কতবার ভারতীয়দের অপমান করবেন? এর চেয়ে বড় বর্ণবিদ্বেষী বক্তব্য আর কী হতে পারে? জাতপাত, অঞ্চলের নামে দেশকে আর কত ভাগ করবেন? দেশ এটা মেনে নেবে না। কংগ্রেসের ঘৃণ্য চেহারা এখন সবার সামনে এসে গেছে। আমরা এর নিন্দা করি।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি পিত্রোদা মন্তব্য করেন, পূর্ব ভারতের লোকেদের চীনাদের মতো এবং দক্ষিণ ভারতের লোকেদের আফ্রিকানদের মতো দেখতে। পশ্চিমের মানুষজনকে আরবি আর উত্তর ভারতীয়দের শ্বেতাঙ্গদের মতো দেখতে। এই বক্তব্যকে হাতিয়ার করে আসরে নেমেছে বিজেপি। বহু মানুষও পিত্রোদার মন্তব্যকে 'বর্ণবিদ্বেষী' বলেছেন।

করিমগঞ্জের দোহালিয়ায় ধান খেতে যাত্রীবাহী বাস, আহত ২০, গুরুতর কয়েকজন

পাথারকান্দি (অসম), ৮ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার দোহালিয়ার পূর্বগুলে যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বিভিন্ন বয়ষের ২০ জন যাত্রী। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

আজ বুধবার সকাল প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ এএস ১১ এইচসি ০১৭৬ নম্বরের একটি ক্যান্টার ডিলাক্স বাস যাত্রী নিয়ে পূর্ত সড়ক ধরে আনিপুর থেকে করিমগঞ্জ যাচ্ছিল। কিন্তু আসিমগঞ্জে পৌঁছার আগে দোহালিয়ার পূর্বগুল এলাকায় এসে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এতে যাত্রী নিয়ে বাসটি পাল্টি খেয়ে সড়কের বাম পাশে ধান খেতে গড়িয়ে পড়ে।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, এ ঘটনায় মহিলা পুরুষ শিশু সহ প্রায় ২০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। ঘটনা দেখে স্থানীয় জনতা এবং বেসরকারি সংগঠন এমএসএফ-এর কর্মীরা গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে পাথারকান্দি সামূহিক হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু কয়েকজনের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাদের করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে রেফার করেছেন কর্তব্যরত ডাক্তার।

কবিগুরুর জন্মজয়ন্তীতে পুরনো সংসদ ভবনে শ্রদ্ধা নিবেদন স্পিকার ওম বিড়লার

নয়াদিল্লি, ৮ মে (হি. স.) : বুধবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী। সেই উপলক্ষে বাঙালি তো বটেই গোটা দেশবাসী শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

এদিন সকালে সংবিধান সদন (পুরোনো সংসদ ভবন)-এর সেন্ট্রাল হলে বিশ্বকবির ছবিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান স্পিকার ওম বিড়লা। তিনি ছাড়াও এদিন সংসদ ভবনে আসা সাংসদরাও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কবিগুরুকে।

উল্লেখ্য, বুধবার সকালেই নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ।

ভোট দিলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে, বললেন কর্ণাটকে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেই

কালাবুরাগী, ৮ মে (হি.স.): কর্ণাটকের কালাবুরাগীতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। মঙ্গলবার সকালে কালাবুরাগীর একটি ভোটদান কেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। ভোট দেওয়ার পর খাড়গে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, কর্ণাটকে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেই। কালাবুরাগী সংসদীয় আসনে বিজেপি প্রার্থী হলেন উমেশ জি যাদব, এই আসনের কংগ্রেস প্রার্থী হলেন রাধাকৃষ্ণণ। খাড়গে এদিন বলেছেন, 'আমি বিগত ৫০ বছর ধরে ভোট দিচ্ছি। ডি কে শিবকুমারের রিপোর্ট মতে, কর্ণাটকে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাব। বেঙ্গালুরু আসন একটু শক্ত, তবে আরও তথ্য আসার পর এ বিষয়ে আমরা স্পষ্ট হব।'

পিএসজির বিপক্ষে সবকিছু করতে প্রস্তুত ডর্টমুন্ড

প্যারিস, ৮ মে (হি.স.): গত সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে ঘরের মাঠে পিএসজিকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ডর্টমুন্ড। মঙ্গলবার ফিরতি লেগ হবে প্যারিসে।

প্রথম লেগের হারে পিএসজি কিছুটা পিছিয়ে। কিন্তু নিজেদের মাঠে তাদের খেলার একটা বাড়তি অ্যাডভান্টেজ থাকছেই। সেটাই পিএসজি আজ কাজে লাগাতে চাইছে। তবে সোমবার সংবাদ সম্মেলনে ডটমুন্ড কোচ কোচ তেরজিচ বলেছেন,এক গোলে দল এগিয়ে। তবুও তাদের কাজটা সহজ নয়, তা হলেও সব বাধা পেরিয়েই ফাইনালের টিকেট কাটতে হবে।

রাখি পেলেন মোদী

আহমেদাবাদ, ৮ মে (হি.স.): মঙ্গলবার সকালে আহমেদাবাদের নিশান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভোট দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভোট দিতে গিয়ে এক প্রৌঢ়ার কাছ থেকে পেলেন রাখি উপহার। সমর্থকদের আবদার মিটিয়ে অটোগ্রাফও দিলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন প্রধানমন্ত্রী আসার আগেই, লোকশিল্পীদের গান-বাজনায় উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল ওই স্কুলে। প্রধানমন্ত্রী মোদীকে এক ঝলক দেখতে সেখানে জড়ো হয়েছিলেন প্রচুর মানুষ। তাদের হাতে ছিল মোদীর ছবি, গলায় ছিল মোদী মোদী স্লোগান।

নির্বাচনী ব্যস্ততার মধ্যেও আহমেদাবাদে এসে ভক্ত-সমর্থকদের সঙ্গে এদিন অনেকটা সময় কাটান প্রধানমন্ত্রী। নিরাপত্তার বেষ্টনীর মধ্য দিয়েই উপস্থিত জনতার সঙ্গে মিশে যেতে দেখা যায় তাঁকে। এরই মধ্যে এক প্রৌঢ়াকে দেখা যায়, নরেন্দ্র মোদীর হাতে রাখি বেঁধে দিতে। এরপর সমর্থকদের আবদারে নরেন্দ্র মোদী সমর্থকদের অটোগ্রাফও দেন। এছাড়াও সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবরও নেন প্রধানমন্ত্রী।

ভোটের জন্য শিল্পপতিদের কাছ থেকে কংগ্রেস কত টাকা পেয়েছে? প্রশ্ন মোদীর

ওয়ারাঙ্গল, ৮ মে (হি. স.): ভোটের জন্য শিল্পপতিদের কাছ থেকে কত কালো টাকা পেয়েছেন রাহুল গান্ধী, প্রশ্ন তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তেলঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশে বুধবার নির্বাচনী প্রচারে মোদী। তেলঙ্গানায় আগামী ১৩ মে একসঙ্গে বিধানসভা ও লোকসভা ভোট হতে চলেছে। তার আগে এটা মোদীর তৃতীয় রাজ্য সফর। সেখানের সভা থেকেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

মোদী বলেন, কংগ্রেসের শাহজাদার কাছে আমি জানতে চাই, ভোটের জন্য শিল্পপতিদের কাছ থেকে কংগ্রেস কত টাকা পেয়েছে? তিনি বলেন, তিনটি দফার ভোটের পর একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, এনডিএর বিজয়রথ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয় হল, কংগ্রেস আতসকাচ দিয়ে ওদের জেতার মতো আসন খুঁজে বেড়াচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী উপহাসের সুরে বলেন, আজ আপনাদের উৎসাহ দেখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, চতুর্থ দফার পর আতসকাচে কংগ্রেসের কাজ হবে না। এরপর ওদের অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগবে।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত সিকিমের রাস্তা

গ্যাংটক, ৮ মে (হি.স.) : : ব্যাপক বৃষ্টি শুরু হওয়ায় বিপর্যস্ত সিকিমের রাস্তা। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের রবিঝোরা থেকে ২৯ মাইল পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ। মেরামতির কাজ শেষ হওয়ার পর বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায় রাস্তা খুলে যাওয়ার কথা। ফলে ওই সময়ের আগে কালিম্পংয়ের পাশাপাশি সিকিমে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভরসা সেবক-গরুবাথান-আলগাড়ার রাস্তা।

সিকিম পর্যটন দফতর সূত্রে খবর, ৯০ শতাংশ হোটেল বুক হয়ে গিয়েছে। পূর্ব সিকিমের পাশাপাশি উত্তর সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার জন্য গ্যাংটকে ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা। কিন্তু রাস্তার পরিস্থিতি দেখে অনেকেই উত্তর সিকিমের পথে পা বাড়ানোর সাহস দেখাতে পারছেন না। গ্যাংটক থেকে রাকডুং-তিবটেক হয়ে মংগন যাওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র অনুমতি দেওয়া হচ্ছে ছোট গাড়িকে। আবার টুংনাগা হয়ে মংগন ও চুংথাংয়ের রাস্তা বন্ধ। লাচেন থেকে চুংথাংয়ের রাস্তা খোলা থাকছে সকাল ৭টা থেকে ৮টা এবং বিকেল ৪টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। এমন বিধিনিষেধ রয়েছে উত্তর সিকিমের একাধিক রাস্তায়। বৃষ্টির মধ্যে ঝুঁকি এড়াতে একাধিক রাস্তায় বিধিনিষেধ কার্যকর করছে প্রশাসন। যার জন্য মাঝ রাস্তায় অনেককে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। লাচেনের হোটেল মালিক বিনোদ গুপ্তা বলেন, 'সিকিমে এখন প্রচুর পর্যটক আসছেন। কিন্তু তার সুবিধা আমরা নিতে পারছি না। রাস্তা খারাপের জন্য অনেকেই লাচেনে আসতে চাইছেন না।'

বিশ্বজুড়ে করোনা টিকা বন্ধ অ্যাস্ট্রাজেনেকার

ওয়াশিংটন, ৮ মে (হি. স.): বিতর্কের মুখে বিরাট বড় সিদ্ধান্ত নিল অ্যাস্ট্রাজেনেকা। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারির সময় মানুষকে টিকা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাস্ট্রাজেনেকা তাদের করোনার টিকা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে যে তারা বিশ্বজুড়ে তাদের এই ভ্যাকসিন প্রত্যাহার করছে।

এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, সংস্থাটি ভ্যাকসিন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আগেই, তবে মঙ্গলবার থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, এই ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা অতীতে স্বীকার করেছে যে কিছু ক্ষেত্রে কোভিড ভ্যাকসিনের পার্শ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে বেশ কয়েকটি মামলার মুখে অ্যাস্ট্রাজেনেকা।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বুধে ব্যাঙ্ক বন্ধ বঙ্গে

কলকাতা, ৮ মে (হি. স.): রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বুধবার এনআই অ্যাক্টে ছুটি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। তাই এদিন বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক। ফলে পরিষেবা পাবেন না গ্রাহকরা। তবে খোলা থাকবে এটিএম। চালু থাকবে ইউপিআই ও অনলাইন পরিষেবা। ছুটি নেই ডাকঘরেও। পোস্টঅফিসে আর্থিক লেনদেন ও অন্যান্য পরিষেবা মিলবে যথারীতি।

উল্লেখ্য, প্রতি মাসের গোড়াতেই গ্রাহকদের সুবিধার্থে ব্যাঙ্কের ছুটির তালিকা প্রকাশ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সেখানেও প্রকাশিত ছুটির তালিকায় পঁচিশে বৈশাখের উল্লেখ রয়েছে।

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীতে এরাজ্যের ব্যাঙ্ক কর্মীরা ছুটি পেলেও দেশের অন্যত্র পরিষেবায় পড়বে না কোনও প্রভাব।

বুধেও ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস, চলবে শনিবার পর্যন্ত

কলকাতা, ৮ মে (হি. স.): টানা তাপপ্রবাহের পর দুদিনের বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়ার জেরে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, শনিবার পর্যন্ত রাজ্যের কোথাও তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস নেই। বুধবার ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। তাপমাত্রা আরও প্রায় ১-২ ডিগ্রি করে কমতে পারে প্রায় সব জেলাতেই।

জানা গেছে, বুধবার দিনভর আকাশে রোদ-মেঘের খেলা। সকাল ১১ টার পর থেকে সারাদিনের যেকোনো সময় বজ্রবিদ্যুৎ সহ মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। গত ২৪ ঘন্টায় আলিপুরে ১৩.৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।

করিমগঞ্জের পাথারকান্দিতে বাজেয়াপ্ত চেরাই কাঠ বোঝাই দুটি মিনি ট্রাক ও অবৈধ কাঠচেরাই কল

পাথারকান্দি (অসম), ৮ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দিতে বন দফতরের অভিযানে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে চেরাই কাঠ বোঝাই দুটি মিনি ট্রাক এবং অবৈধ কাঠচেরাই কল।

জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার রাতে করিমগঞ্জ বন দফতরের এসিএফ সামস উদ্দিন লস্করের নেতৃত্বে পাথারকান্দি রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসের কর্মীরা কাঁঠালতলি এলাকায় ওৎ পেতে বসেন। এক সময় ত্রিপুরা থেকে একটি চেরাই সেগুন কাঠ বোঝাই ডিআই মিনিট্রাক পাথারকান্দির দিকে আসছিল। গাড়িটিকে দাঁড় করাতে সিগন্যাল দেন অভিযানকারী বন কর্মীরা।

অবস্থা বেগতিক দেখে গাড়িটি সড়কের পাশে রেখে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে চালক। বন কর্মীরা গাড়িটি নিজেদের হেফাজতে নিয়ে প্রায় ১০০ সিএফটি চেরাই ফাইল জাতীয় সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত করেন।

বাজেয়াপ্তকৃত কাঠগুলির কালোবাজারি মূল্য অনুমানিক দেড় লক্ষাধিক টাকা হবে।

এদিকে আজ বুধবার দুপুরের দিকে এসিএফ সামস উদ্দিন লস্কর দলবল নিয়ে আসিমগঞ্জ এলাকায় তালাশি চালাচ্ছিলেন। সে সময় একটি মিনিট্রাকে করে কিছু লগ অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখে গাড়িটির পিছু ধাওয়া করেন তিনি। গাড়িটি আসিমগঞ্জ সংলগ্ন কানাইবাজারের এক বাড়িতে প্রবেশ করে। বন কর্মীদের নিয়ে ওই বাড়িতে প্রবেশ করে এসিএফ-এর চোখ ছানাবড়া। দেখেন ওই বাড়িতে রয়েছে একটি বিশাল কাঠ চেরাইয়ের অবৈধ মেশিন। পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য বনজ কাঠ।

এসিএফ সামস উদ্দিন লস্করের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, এখানে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ উপায়ে বনজ কাঠ চেরাইয়ের কাজ চলছে। তিনি কাঠ বোঝাই মিনিট্রাক সহ অবৈধ সো মিলের যন্ত্রাংশ খুলে রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসেন।

উত্তরপূর্বীয় নাগরিকদের সম্পর্কে কটূক্তি, স্যাম পিত্রোদার বিরুদ্ধে মামলা করবেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং

ইমফল, ৮ মে (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের জন্য সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা স্যাম পিত্রোদার বিরুদ্ধে মামলা করবেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিং।

এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং বলেন, কংগ্রেস নেতা স্যাম পিত্রোদা ভারতীয় নাগরিকদের মুখাবয়বকে কেন্দ্র করে শ্রেণি বিভাজন করেছেন। তিনি স্যাম পিত্রোদার এই মন্তব্যের নিন্দা করে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বীরেন সিং বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় নাগরিকরা নিজেদের একনিষ্ঠ ভারতীয় বলে পরিচয় দেন, চিনা নয়।

পিত্রোদার বক্তব্যকে বর্ণবাদী এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে আখ্যা দিয়ে এর সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, স্যাম পিত্রোদার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে ইতিমধ্যে আইনজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করেছেন। তিনি কংগ্রেস পার্টির বিরুদ্ধে "ডিভাইড অ্যান্ড রুল" নীতি অবলম্বন করার অভিযোগও করেছেন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি "দ্য স্টেটসম্যান"-কে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে স্যাম পিত্রোদা ভারতের বৈচিত্র্য বর্ণনা করতে গিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষজনের মুখাবয়ব নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ৮ মে (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড প্রায় ৮৩ ডলার এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেল প্রায় ৭৯ ডলার ব্যারেল প্রতি। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি বুধবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা, ডিজেল ৯২.৩৪ প্রতি লিটারে পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের তৃতীয় দিনে প্রথম দিকে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.৩৫ ডলার বা ০.৪২ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮২.৮১ ডলারে প্রবণতা করছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডের দামও ০.২৮ ডলার বা ০.৩৬ শতাংশ কমে ব্যারেল প্রতি ৭৮.১০ ডলারে লেনদেন করছে।

গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল ইয়েদুরাপ্পা, বললেন কর্ণাটকের ২৫ টি আসনেই জিতবে বিজেপি

শিবমোগা, ৮ মে (হি.স.): নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা বি এস ইয়েদুরাপ্পা। মঙ্গলবার সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কিছু পরে, শিবমোগার একটি ভোটদান কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন ইয়েদুরাপ্পা। ভোট দিয়েছেন তাঁর ছেলে রাঘবেন্দ্রও।

এদিন ভোট দেওয়ার প্রাক্কালে ইয়েদুরাপ্পা বলেছেন, 'আমরা ন্যূনতম ২৫টি লোকসভা আসন জিততে চলেছি। বাতাবরণ খুবই ভালো... রাঘবেন্দ্র ২.৫ লক্ষের বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবেন। এই ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।' ইয়েদুরাপ্পার ছেলে এবং বর্তমান সাংসদ রাঘবেন্দ্র শিবমোগা আসন থেকে দলের প্রার্থী। এই আসন্ন কংগ্রেস প্রার্থী করেছে গীতা শিবরাজকুমার এবং বিজেপির কে.এস. ঈশ্বরাপ্পা নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। রাঘবেন্দ্র এদিন বলেছেন, 'দেশের স্বার্থে মোদীজিকে আবারও প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত। ভোটারদের মধ্যেও সেই উৎসাহ। আমি আত্মবিশ্বাসী যে কর্ণাটকে কংগ্রেস সরকার থাকা সত্ত্বেও মানুষ বিজেপিকে সমর্থন করবে।'

প্রয়াত সত্যম-জায়া সাংস্কৃতিক কর্মী মৌ রায়চৌধুরী, শোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৮ মে (হি.স.): প্রয়াত হলেন উদ্যোগপতি ও সাংস্কৃতিক কর্মী মৌ রায়চৌধুরী। তিনি টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের অন্যতম কর্ণধার সত্যম রায়চৌধুরীর স্ত্রী ছিলেন। এই মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "আজ বাংলার একজন নেতৃস্থানীয় উদ্যোক্তা ও সাংস্কৃতিক কর্মী মৌ রায়চৌধুরীর অকাল মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আমি মর্মাহত হয়েছি। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের কো-চেয়ারপার্সন এবং আজকাল গ্রুপ অব পাবলিকেশনের একজন সম্পাদক ছিলেন তিনি। আমাদের শিক্ষা ও সাংবাদ জগতের কিছু বড় ক্রিয়াকলাপের নেতৃত্বও দিচ্ছিলেন। তাঁর আচমকা প্রস্থান একটা শূন্যতার সৃষ্টি করল।

আমি তাঁর স্বামী সত্যম, পুত্র দেবদূত এবং পুরো পরিবারকে স্বান্ত্বনা জানাই। দক্ষতার সাথে তিনি যে গোষ্ঠার নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেই গোষ্ঠীর সবার প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল।

বুধবার একটি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আগরতলায় বৃক্ষরোপন করা হয়।

ডিআরএম

● **প্রথম পাতার পর** পাঠানো হয়েছে। বলেন, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট (এনআইডিএম)-এর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক চন্দন ঘোষ দুদিনের মধ্যে জাটিঙ্গা লামপুর আসছেন।

পাষন্ড ছেলে

● **প্রথম পাতার পর** বলছিলেন তাঁকে এই বাঁধন থেকে মুক্ত করে দিতে। এবং এদিন রাজু বিশ্বাসের স্ত্রীকে বলা হয় উনার উপর এই ধরনের অমানবিক আচরণের ঘটনাটি নিয়ে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আগামী শুক্রবার বিচার সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এদিন প্রধান প্রদীপ কুমার মজুমদার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন রাজু বিশ্বাসের সাথে ছেলে এবং স্ত্রী যে ধরনের আচরণ করছে সেটা মানবাধিকার লংঘন করা হচ্ছে, কোন মানুষের সাথে এই ধরনের আচরণ করা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না। এই ঘটনা এলাকায় জানাজানি হতেই এলাকার লোকজনদের পক্ষ থেকে দাবি উঠছে হাই কিংবা প্রশাসনের কাছে যদি এমন কোন আইনি ব্যবস্থা থেকে থাকে তাহলে খুব শীঘ্রই যেন প্রশাসন মন্টু বিশ্বাস এবং তার মায়ের বিরুদ্ধে আইনগত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ এই সমাজে এই ধরনের জঘন্য ঘটনা কোনভাবেই বরদাস্ত করা যাবে না তাই এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে এর একটা বিহিত চাইছে।

কৃষক সভা

● **প্রথম পাতার পর** সাহায্য পৌঁছায়নি। ইতিমধ্যেই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ডেপুটিশন দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পবিত্র কর। সরকার যেন অতি দ্রুত এ বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

আটক যুবক

● **প্রথম পাতার পর** যৌথভাবে রুটিন তল্লাশি চালানোর সময় সন্দেহভজন এক যুবককে আটক করে। তল্লাশিতে তার কাছ থেকে ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। সাথে বহিঃরাজ্যের এক যুবক গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ তাঁদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন, রাজস্থানের বাসিন্দা সুভাষ ঝাঁট। উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক ১ লক্ষাধিক টাকা হবে। তাঁরা গাঁজা আগরতলা থেকে রাজস্থানের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। এখনো পর্যন্ত আগরতলা রেল স্টেশনে এডিপিএস মামলায় ১২ জনকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওসি তাপস দাস।

ধুন্ধুমার

● **প্রথম পাতার পর** এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক জানিয়েছেন, বিদ্যালয়ের খেলার মাঠটি তিনি দখল করার জন্যই খেলার মাঠের সীমানায় বেড়া দিতে বাধা দিচ্ছিলেন। উনার কথা স্কুল কর্তৃপক্ষ না মানায় তিনি দা এনে তাদের মারার চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের তরফ থেকে বিশালগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে ওই অভিযুক্ত মহিলা পাল্টা অভিযোগ করেছেন যে, স্কুল কর্তৃপক্ষ নাকি ওনার দেওয়াল ভেঙে ফেলেছে। তাই তিনি বাধা দিচ্ছিলেন। যার ফলে তাকে মারধর করে তার স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এমনটাই অভিযোগ ওই অভিযুক্ত মহিলা। যদিও ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পাশাপাশি মহিলার দা দিয়ে আক্রমণ করার ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। যার ফলে একপ্রকার স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে গোটা ঘটনাটি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পঠন পাঠন

● **প্রথম পাতার পর** হোস্টেলের এক কর্মী গঙ্গাজয় রিয়াং মারা যান। তার পর আরো কয়েকমাস যেতে না যেতেই গত বছরের ডিসেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন হোস্টেলের আরেক কর্মচারী হিমাংশু রায়। তিন জনের মধ্যে দুজন চলে যাওয়ায় দায়িত্ব পড়ে রাধুনী জগদীশ দেববর্মার ওপর। জগদীশ বাবু অসুস্থ হলেও ছাত্রদের কথা চিন্তা করে ছুটি নিতে পারছেননা। আর এই অবস্থায় পড়াশোনা ছেড়ে এবার রাধুনী জগদীশ বাবুকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন খোদ ছাত্ররা।

শূন্য পদ পুরনের জন্য জেলা শিক্ষা আধিকারিককে জানালেও কেন এখন পর্যন্ত এই বিষয় নিয়ে কোনো হেলদোল নেই তা নিয়ে চলছে শহরে গুঞ্জন।বুধবার এই বিষয়ে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক অসীম ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, হোস্টেলের তিনজন কর্মীর মধ্যে একজন কর্মচারী গঙ্গাজয় রিয়াং মারা গেছেন। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে এক কর্মচারী হিমাংশু রায় অবসরে চলে যান। তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বারবার এসব বিষয়ে শূন্যপদ পূরণের জন্য চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত দপ্তর এই বিষয়ে কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন করেনি। মাত্র একজন কর্মচারী দিয়েই হোস্টেল পরিচালনা চলছে। একজন কর্মচারী দিয়ে কোনভাবেই একটি হোস্টেল পরিচালনা সম্ভব নয়

আট মে বুধবার সকালে রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এস.টি হোস্টেলে গেলে দেখা যায় একজন কর্মচারী নিজেই সমস্ত ছাত্রদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করছেন। তাছাড়া এই হোস্টেলে হোস্টেল সুপার থাকার জন্য কোন ঘর নেই। সামান্য বৃষ্টি হলেই হোস্টেলের রান্নাঘরে জল ঢুকে পড়ছে। তাছাড়া রয়েছে হোস্টেলে পানীয় জলের সমস্যা। হোস্টেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ২৪ জন। রাধুনী জগদীশ দেববর্মা একাই রান্নার কাজ সামলাচ্ছেন। তিনিও বর্তমানে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় এই আধুনিক যুগে আজও রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসটি হোস্টেলে মাটির চুলায় রান্না হচ্ছে। তাছাড়া বর্তমানে রান্নাঘরের অবস্থাও খুবই খারাপ। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ছাত্ররা যেকোনো দিন অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে একদিকে সরকার উন্নয়নের বুলি মুখে নিয়ে বাজার গরম করছে কিন্তু বাস্তবে তা পুরো অন্যরকম। যদি ছাত্র-ছাত্রীরা অসুস্থ হয় তাহলে এর দায় কে নেবে সেটা এখন বড় প্রশ্ন। অভিভাবকরা আশাবাদী যে যেহেতু শিক্ষা দপ্তর মুখ্যমন্ত্রী নিজের কাছে রেখেছেন তাই এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী অতিসত্বর ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ডাবল ইঞ্জিনের সরকারে সুশাসনের এহেন ব্যবস্থা দেখে শহরের শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এর একটা বিহিত চাইছেন।

রবীন্দ্রজয়ন্তী

● **প্রথম পাতার পর** উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড় পি কে চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড় রবীন্দ্র কুমার দত্ত।

অনুষ্ঠানে অতিথিগণ ও বিশিষ্টজনেরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ও কর্মজীবন আজও আমাদের প্রেরণা দেয়। কবিগুরু আমাদের কাছে এক আদর্শ।

সম্মানিত অতিথি অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড় রবীন্দ্র কুমার দত্ত বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির এমন কোন অঙ্গণ নেই যেখানে তিনি বিচরণ করেননি। তাঁর সৃস্টি চির মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কবিগুরুর জীবন দর্শন আমাদের চলার পথে অনুপ্রেরণা যোগায়। অনুষ্ঠানে আগরতলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশন করেন।

এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মহকুমায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে।

এদিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কাঞ্চনপুর মহকুমায় কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কাঞ্চনপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে কাঞ্চনপুর টাউন হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমার বিশিষ্ট শিল্পী দীপমালা নাথ, মহকুমা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য কমলেন্দ নাথ, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের এসআইও বিদ্যামোহন জমাতিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুপার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন এলাকার শিল্পীগণ রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশন করেন।

জম্পইজলা মহকুমার বুখুরুই কমিউনিটি হলে আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয় ও সুধন্বা দেববর্মা মতি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সুধন্বা দেববর্মা মতি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ধর্মচরণ জমাতিয়া ও অন্যান্য অতিথিগণ রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। তাছাড়া অনুষ্ঠিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।

অমরপুর মহকুমার রবীন্দ্র সংঘের প্রাঙ্গণে আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল ৭টায় রবীন্দ্র সংঘের প্রাঙ্গণে মহকুমা শাসক অমরেশ বর্মণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী নিয়ে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এছাড়াও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং বিলোনীয়া পুর পরিষদের সহযোগিতায় আজ বিলোনীয়া মহকুমা ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিলোনীয়ার শিশু উদ্যানে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আশিষ পাল। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবমের মাইকেল মধুসূধন দত্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অরূপ পাটারি, দক্ষিণ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহধিকর্তা রিপন চাকমা, বিলোনীয়া রবীন্দ্র পরিষদের সম্পাদক গোপাল দাস, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের এসআইও রাজেশ দেবনাথ প্রমুখ। অতিথিগণ শিশু উদ্যানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মর্মর মূর্তিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ মনোজ্ঞ সাংসকৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

জিরানীয়া মহকুমায় কবি প্রণাম অনুষ্ঠান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আজ জিরানীয়া মহকুমার রাণীরবাজারের গীতাঞ্জলী হলে কবি প্রাণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জিরানীয়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং রাণীরবাজার পুর পরিষদের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাণীরবাজার পুর পরিষদের সহকারি মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক শ্যামল দেববর্মা, জিরানীয়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের এসআইও গৌতম দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। তাছাড়াও অতিথিগণ রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্র নৃত্য।রাজ্যের অন্যান্য স্থানের মত ধর্মনগরেও যথাযোগ্য মর্যাদায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী পালিত হয়েছে। রাজ্যব্যাপী ১ ৬৪ তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত ধর্মনগর বিবেকানন্দ স্বার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে।আজ রাজ্য ব্যাপী ১ ৬৪ তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয় ধর্মনগর বিবেকানন্দ স্বার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ রেবেল হেমেন্দ্রকুমার। শিক্ষা দপ্তরের সচিবের দায়িত্বে রয়েছেন। উত্তর জেলার সমাহর্তা ও জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন ধর্মনগরের এসডিএম সেমজয় জমাতিয়া, উত্তর জেলা শিক্ষা দপ্তরের ডাইরেক্টর দিলীপ দেববর্মা, ধর্মনগর কলেজের প্রিন্সিপাল গৌনাতম দাস, আব্বায়ক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার শিক্ষা অধিকর্তা সুখময় নাথ এবং সহযুক্ত করেন নিপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা তিনি শিক্ষা দপ্তরের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা হিসেবে ছিলেন।

উত্তর জেলায়

● **প্রথম পাতার পর** গিয়েছিলেন। ব্যবসায়ী মানুষ তাই খাওয়া-দাওয়া করতে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে যায়। এরই মাঝে চোরের দল হাতসাফাই করে পালসার বাইকটি নিয়ে চম্পট দেয়। প্রতিদিন এভাবে চোরের দল তাদের হাতসাফাই করে চলেছে। অথচ ধর্মনগর পুলিশের ভূমিকা নির্বিকার। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমেছে এলাকার জনগণের।

মমতার সভামঞ্চে ওঠা নিয়ে আরামবাগে কল্যাণ-অপরূপার প্রকাশ্য মনোমালিন্য

হুগলি, ৮ মে, (হি.স.): আরামবাগে তৃণমূলের প্রার্থীর সমর্থনে বুধবার সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু, এদিনের সভা ঘিরে দলীয় নেত্রী অপরূপা পোদ্দারের দাবি ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে। এই নেত্রী সরাসরি তোপ দেগেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যদিও কল্যাণবাবু যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন।

এদিন আরামবাগে তৃণমূলের প্রার্থী মিতালী বাগের সমর্থনে সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের বিদায়ী সংসদ অপরূপা পোদ্দার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভামঞ্চে উঠতে দেওয়া হয়নি বিদায়ী সাংসদ অপরূপা পোদ্দারকে, এমনই অভিযোগ তাঁর। সভাস্থল থেকে ফিরে যান অপরূপা। সভামঞ্চ থেকে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বিস্ফোরক দাবি করেন।

অপরূপা বলেন, ”আমি এখনও দলের সাংসদ। দু”দুবার জিতেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরিপালের দাদা বউদির দল আমাকে মঞ্চে উঠতে দেয়নি। এরা এভাবে দলিত, তপশিলি জাতি এবং সংখ্যালঘুদের অপমান করে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দলিত, তপশিলি জাতি এবং সংখ্যালঘুদের বিপক্ষে।”যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে কল্যাণবাবু বলেন, ”মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চে কে থাকবে কে কে থাকবে না তা নির্দিষ্ট করেন সেখানের সভাপতি রমেন্দ্র সিংহ রায়। এদিন মঞ্চে গিয়েছি অনেক দেরিতে। সেখানে আমি তালিকা দেখে তবেই মঞ্চে উঠেছি। আমাকে এসব কথা বলে কোনও লাভ নেই।”কল্যাণবাবু বলেন, “তফশিলি বা সংখ্যালঘু বলে যদি কেউ সহানুভূতি কোড়ানোর চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে আমার কিছু করার নেই। এদের আমার প্রতি ব্যক্তিগত রাগ রয়েছে। আর তা মেটাচ্ছে। এতে কী এসে যায়!”’কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে অপরূপার এই মন্তব্যে রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছে স্থানীয় রাজনীতিতে। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভা থেকে মিতালি বাগকে টিকিট দেওয়ার কারণ স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, ”মিতালি বাগদি সম্প্রদায়ের মেয়ে। ও উচ্চশিক্ষিত। অনেকে বলেন বাগদিরা বাউড়িরা নাকি টিকিট পান না। আমরা ওকে টিকিট দিয়েছি এবং এসব ভুল প্রমাণিত করেছি। মিতালি প্রান্তিক ঘরের মেয়ে। ওকে জয়ী করুন।”লোকসভা নির্বাচনের প্রচার পর্বে একটানা বিজেপি, সিপিআইএম, কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু হুগলির আরামবাগের সভায় গিয়ে বিরোধীদের আক্রমণের পাশাপাশি নিজের দলের নেতাদেরও সতর্ক করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলনেত্রী বুঝিয়েই দিলেন, আরামবাগে নেতাদের দ্বন্দ্বই শাসক দলের অন্যতম প্রধান চিন্তা।

তবে আত্মবিশ্বাসী মমতা বলেন, মানুষই হারিয়েছে, মানুষই জেতাবে। গত বিধানসভা নির্বাচনে আরামবাগ লোকসভার অন্তর্গত খানাকুল, পুরশুড়ার মতো আসনগুলি দখল করে নেয় বিজেপি। এবারের লোকসভা নির্বাচনে আরামবাগে প্রার্থীও বদল করেছে তৃণমূল। অপরূপা পোদ্দারের বদলে সেখানে প্রার্থী করা হয়েছে মিতালী বাগকে।তৃণমূলের চিন্তা যে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, তা বুঝিয়ে দিয়েই আরামবাগের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অনেক কষ্টে আরামবাগ উদ্ধার হয়েছে। আমাদের স্থানীয় নেতাদের বলব কে বড় নেতা আর কে ছোট নেতা দেখবেন না। মানুষের কথা ভাবুন। খানাকুল আর পুড়শুড়ায় একটু সমস্যা আছে। মানুষ হারিয়েছে আবার মানুষ জেতাবে।গত বিধানসভা ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, আরামবাগে এবার যথেষ্ট হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে। সম্ভবত সেই কারণেই এদিন দলের নেতাদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা শোনা গেল তৃণমূলনেত্রীর মুখে।

তাঁর সভার জন্য এদিন আরামবাগ স্টেশন থেকে কালীপুর মোড় নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। হুগলি ছাড়াও বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া জেলা থেকেও বহু তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরাও এই সভায় এসেছেন তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্য শুনতে। এই নিয়ে আরামবাগে দ্বিতীয়বার এলেন মমতা। এর আগে আরামবাগের এই একই জায়গায় সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই লোকসভা থেকেই মাত্র ১,১৪২টি ভোটে জিতে গতবার সাংসদ হয়েছিলেন তৃণমূলের অপরূপা পোদ্দার। যদিও এবার তাঁর বদলে মিতালি বাগকে টিকিট দিয়েছে ঘাসফুল শিবির। এবার আরামবাগ তৃণমূলের হাতে থাকে কিনা সেটাই দেখার। সন্দেশখালিতে কেমন টাকার খেলা হয়েছে, দেখলেন তো সকলে! মা-বোনেদের সম্মান নষ্ট হলে টাকার বিনিময়ে কি তা আর ফেরানো যায়? ভোটের বাক্সে এর বদলা হবে।”বুধবার আরামবাগের নির্বাচনী সভায় ভাষনে এই মন্তব্য করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভা থেকে সন্দেশখালি, চাকরি বাতিল প্রভৃতি একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন তিনি। সন্দেশখালির আন্দোলনে লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূল সরকার কিছুটা ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল। তার পর কিছু দিন আগে সেখানকার ‘স্টিং ভিডিয়ো’ প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে বলা হয়েছে, টাকার বিনিময়ে সন্দেশখালির ঘটনা সাজানো হয়েছিল।হাই কোর্টের চাকরি বাতিলের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার স্থগিতাদেশ দিয়েছে। তাতে তিনি তৃপ্ত বলে জানিয়েছেন মমতা। সেই সঙ্গে বিজেপিকে তাঁর কটাক্ষ, “ওরা চাকরিখেকো বাঘ। ২৬ হাজার ছেলেমেয়ের চাকরি খেয়ে নিয়েছিল। বেতনও ফেরত দিতে বলেছিল। আমি প্রথম থেকে বলেছিলাম, ওদের পাশে আছি।”মানুষের জন্য আমি সহজ। অন্যায় করলে সহজ নয়। তাদের জন্য আমি খুব রাফ অ্যান্ড টাফ।”

বুধবার হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে সভায় বক্তৃতায় এ কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মমতা বলেন, “আমাকে যেমন সহজ মনে হয়, আমি ততটা সহজ নয়। একটা কেউ ভুল ভাল কাজ করলে আমি দু’টো থাপ্পড়ও মেরে দিই।রচনার হাত ধরে মমতা বলেন, “রচনার চিহ্ন ইভিএমে তিন নম্বরে থাকবে। তিন নম্বরে ভোট দিন, বিজেপিকে বিদায় দিন।” বলেন, “রচনাকে এখানে প্রার্থী করেছি তার কারণ হুগলিতে যিনি বিজেপি প্রার্থী তিনি অনেকের গলার লকেট। খারাপ ভাবে বলছি না।”মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “২৬ হাজার স্কুলের নিয়োগ আপাতত বহাল রাখার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে মমতা বলেন, “এতদিন মন খারাপ থাকত। কিন্তু কালকের পর মন আনন্দে ভরে গিয়েছে।আপনি কাজ করার পর তার ফল পেলে আনন্দ হয় তো? আমারও তাই হয়েছে।”মন্ত্রী বেচারাম মান্নার পুত্র বোর্ডের পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়েছেন। মমতা সে কথা জানিয়ে বললেন, “বেচার কাছে আমার মিষ্টি পাওনা আছে। এখন আর বেশি বলছি না। তবে পরে বলব। ”দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের কথা জানিয়ে মমতা বললেন, “আমি অসম্পূর্ণ কাজ করি না।

ঠাকুরের মূর্তি এসে গেলেও না। পুরীর বিগ্রহ নিমকাঠে তৈরি হয়। আমি অবশ্য রাজস্থান থেকে মার্বেলের মূর্তি নিয়ে এসেছি। কিন্তু কাজ শেষ হলে তবেই আপনারা দেখতে পারবেন।” রাজ্যে কী কী মন্দিরের কাজ করেছেন তা-ও জানালেন মমতা। বললেন, “কালীঘাটের মন্দিরে কী কাজ হচ্ছে গিয়ে দেখে আসুন।” নারকেল গাছের রস থেকে চিনি হয় হুগলিতে, জানিয়ে মমতা বলেন, “ওটা কম চিনি। যাঁরা বেশি চিনি খেতে পারে না তাঁরাও খেতে পারবেন।”

১৩ থেকে ২৩ মে দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে ঘাঁটি গাঁড়ছেন শুভেন্দু

কলকাতা, ৮ মে, (হি.স.): ষষ্ঠ দফায় ভোট হবে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার সব লোকসভা আসনে। তাই সেই পাঁচ আসনকে ‘পাখির চোখ’ করে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।মেদিনীপুরের এই ভূমিপুত্র আগামী ১৩-২৩ মে নিজের যাবতীয় কর্মসূচি সাজাচ্ছেন এই পাঁচ লোকসভাকে কেন্দ্র করেই। ইতিমধ্যে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব ও বিধানসভায় নিজের অফিসে সে কথা তিনি জানিয়েও দিয়েছেন বলেই পদ্মশিবির সূত্রে খবর। বর্তমান প্রশাসনিক মানচিত্র অনুযায়ী তিন জেলার পাঁচ আসনের মধ্যেই ১১ দিন নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবেন নন্দীগ্রাম বিধায়ক।২৫ মে কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল, মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে ভোট হবে। গত বার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম আসন জিতে নিয়েছিল বিজেপি। অপর দিকে ঘাটাল-সহ কাঁথি, তমলুকে জিতেছিল তৃণমূল। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে শুভেন্দুবাবু ছিলেন তৃণমূলের। তাই তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে কাঁথিতে পিতা শিশির অধিকারী ও তমলুকে ভাই দিব্যেন্দু অধিকারীকে জেতাতে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর।এই পাঁচ বছরে হলদি নদী দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। শুভেন্দুবাবু তাঁর রাজনৈতিক ঠিকানা বদল করে ঘাসফুল ছেড়ে চলে গিয়েছেন পদ্মশিবিরে। তাঁর এই ফুল বদলের সঙ্গে সঙ্গেই বদলে গিয়েছে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ভোটের সমীকরণ। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোট থেকেই পশ্চিম মেদিনীপুরে শক্তিবৃদ্ধি শুরু করেছিল বিজেপি, আর ২০২১ সালে শুভেন্দুবাবুর দলবদলের পর পূর্ব মেদিনীপুরেও দাপট দেখাতে শুরু করেছে পদ্ম প্রতীক। যে কারণে এ বার দুই মেদিনীপুরের পাঁচটি আসন জেতার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে বিজেপি।

উচ্চ মাধ্যমিকে সফল পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছাবার্তা শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ৮ মে (হি.স.) : উচ্চ মাধ্যমিকে সফল পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছাবার্তা দিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বুধবার ফলপ্রকাশের পর এক্স হ্যান্ডলে তিনি এই বার্তা দেন।তিনি লেখেন, “আজ ৬৯ দিনের মাথায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৪-এর ফল প্রকাশিত হল। পাশের হার ৯০ু। সফল ছাত্রছাত্রীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। তোমরা খুব কৃতী হও,ভাল মানুষ হও, বাংলা ও বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করো, এই কামনা রইল।”

বিজেপির নেতা-কর্মীকে খুন করে তৃণমূলের কাঁধে দোষ চাপানোর আশঙ্কা দেবের

বীরভূম, ৮ মে (হি.স.) : বুধবার ফের কেশপুর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন ঘাটালের তৃণমূলের তারকা প্রার্থী দেব। বলেন, ’বিজেপি কেশপুরে জেতার জন্য মরিয়া হয়ে গিয়েছে। ওরা যা কিছু করতে পারে।’ বিজেপির নেতা-কর্মীকে খুন করে তৃণমূলের কাঁধে দোষ চাপানো হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন তিনি।ভোটের মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিয়মিত অশান্তির খবর প্রকাশ্যে আসছে। পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখতে সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে কেশপুরে প্রচারে গিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন দেব। বলেছিলেন, ’বিজেপি মরিয়া হয়ে গিয়েছে জেতার জন্য। ১০ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে বিজেপির নেতা-কর্মীকে খুন করা হতে পারে। রাজনৈতিক কারণে নিজেদের কর্মীদের খুন করে দোষ চাপানো হতে পারে তৃণমূলের কাঁধে।’দেবের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। বুধবার দেবের সিউড়ির সভাতেও ফের উঠে এল কেশপুর প্রসঙ্গ। এদিন দেব ফের বললেন, কেশপুরে জয় নিশ্চিত করতে মরিয়া হয়ে গিয়েছে বিজেপি। ওরা যা কিছু করতে পারে। বড়সড় অশান্তির আশঙ্কা প্রকাশ করেন দেব।

অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছেন স্নেহা-সোহা, দুপুর থেকেই ভিড় চুঁচুড়ায় তাঁদের বাড়িতে

হুগলি, ৮ মে (হি.স.) : বয়সের তফাৎ মাত্র এক মিনিট। দুই বোনই রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ১০-এর তালিকায়। ছোট বোন স্নেহা ঘোষ চতুর্থ স্থান অর্জন করেছেন। মেয়েদের পরীক্ষার্থী হিসেবে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৩। বড় বোন সোহা ঘোষ হয়েছেন দশম। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৮১।অভিনন্দন ও শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসছেন স্নেহা-সোহা। বুধবার দুপুর থেকেই ভিড় চুঁচুড়ায় তাঁদের বাড়িতে। দু’জনেই চন্দননগর কৃষ্ণ ভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দির স্কুলের ছাত্রী। অর্থনীতি নিয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে চায় দুই বোনই। দুই মেয়ের সাফল্যে খুশির জোয়ার চুঁচুড়ার গরবাটি ষষ্ঠিতলায় তাঁদের বাড়িতে।বাবা সঞ্জীব ঘোষ গুজরাতে কর্মরত। মা অন্নপূর্ণা ঘোষ একজন গৃহবধূ। দুই যমজ সন্তানের সাফল্যে উচ্ছ্বাসিত পরিবার। স্নেহা জানান, ‘প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি এত ভাল ফল হবে। পড়াশোনার জন্য কোনও নির্দিষ্ট বাঁধাধরা সময় ছিল না, যতক্ষণ ভাল লাগতো ততক্ষণই পড়াশোনা করতাম। সব থেকে বেশি ভাল লাগতো অঙ্ক করতে।স্নেহার কথায়, টেস্টের আগে চেষ্টা করেছিলাম সিলেবাস শেষ করার। আগামী দিনে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করতে চাই। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। ইচ্ছে ছিল মাধ্যমিকে ভাল ফল করার। কিন্তু টিভিতে নাম না শোনায় ভেঙে পড়েছিলাম। উচ্চ মাধ্যমিকে ভাল ফল হওয়ায় এখন অনেকটাই ভাল লাগছে।’অন্যদিকে সোহা বলেন, ‘বোনের নাম শোনার পরেই খুব আনন্দ লাগছিল। আমারও ইচ্ছে অর্থনীতি নিয়ে পড়ার। পড়াশোনায় কোনও অসুবিধা হলে দু’জনেই দু’জনকে সাহায্য করতাম।’মা অপর্ণা ঘোষ জানান, দুই মেয়ের সাফল্যে খুব আনন্দ লাগছে। দুই মেয়ে দশের মধ্যে জায়গা করে নেবে সেটা ভাবতে পারিনি। মাধ্যমিকের সময় মেয়ের ঠাকুমা আশা করেছিলেন টিভিতে তাদের নাম বলবে কিন্তু নাম না বলায় আশাহত হয়েছিলেন আজ তিনি বেঁচে নেই। তিনি থাকলে আরও ভাল হতো।

শিক্ষক-স্বল্পতার সমস্যা কাটাতে এবার একত্র-ভাবনা

কলকাতা, ৮ মে, (হি.স.): উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পঠনপাঠনে এবার একত্র (ক্লাস্টারের) ভাবনা। যেসব স্কুলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক সেই সব স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য এমন পদ্ধতি। এক ছাদের তলায় পড়ুয়াদের নিয়ে এসে, অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষককে সেই স্কুলে পাঠিয়ে, অর্থাৎ একত্রে পড়াশোনার কথা বললেন খোদ সংসদ সভাপতি। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার এবং শিক্ষা দফতরের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।বুধবার প্রকাশিত হল উচ্চমাধ্যমিকের ফল। এদিন ফল প্রকাশের পর দেখা যায় মোট পাস করা পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬০ শতাংশের নম্বর ৬০ শতাংশের নিচে। এরপরই জেলার স্কুলগুলিতে শিক্ষক কম থাকা নিয়ে প্রশ্ন করা সংসদ সভাপতিকে। জানতে চাওয়া হয় যেসব স্কুলে শিক্ষক নেই, সেই সব স্কুলের পড়ুয়াদের পড়াশোনা নিয়ে কী ভাবনাচিন্তা রয়েছে। তাতেই সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যএকত্র-ভাবনার কথা বলেন।তিনি জানান, রাজ্য সরকার এবং শিক্ষা দফতরের সঙ্গে কথা হয়েছে। একত্র-ভাবনায় অনেক জায়গাতেই এখন ক্লাসের ব্যবস্থা হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বহু বছর ধরেই শিক্ষকের ঘাটতি আছে। এত এত বিষয় রয়েছে কিন্তু বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক ঘাটতি রয়েছে। শিক্ষা দফতরের সঙ্গে এই একত্র-ভাবনা নিয়ে কথা হয়েছে।ধরা যাক কোনও একটা স্কুলে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক আছে। হয়ত পাশের স্কুলে সেটা নেই। সেক্ষেত্রে একত্র-ভাবনা রূপায়ণের কথা বলা হয়েছে। একটা স্কুল থেকে পড়ুয়াদের অন্য স্কুলে নিয়ে গিয়ে বা অন্য স্কুল থেকে শিক্ষক এই স্কুলে এনে পড়ানোর ব্যবস্থাই হল এক্ষেত্রে একত্র-ভাবনা। প্রয়োজন করে কলেজের অধ্যাপকরা স্কুলে এসেও পড়াতে পারেন।

ক্রীড়াঙ্গন

জাতীয় পাওয়ার লিফটিং : রাজ্য দল গঠনের জন্য সিলেকশন ট্রায়াল ১২মে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সিলেকশন ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী জুন-জুলাই মাসে তিনটি ন্যাশনাল মিট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। জাতীয় জুনিয়র এবং সাব-জুনিয়র পুরুষ এবং মহিলাদের চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে ১৬ থেকে ২১ জুন, পাঞ্জাবের পাতিয়ালায়।

ন্যাশনাল জুনিয়র এবং সাব জুনিয়র পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে ক্লাসিক চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে ৬ থেকে ৯ জুন রাজস্থানের গঙ্গানগরে। উভয় ক্ষেত্রে সাব-জুনিয়র বিভাগে বয়স ১২ থেকে ১৮ বছর অর্থাৎ জন্ম সাল হতে হবে ২০০৬ থেকে ২০১২ এর মধ্যে। জুনিয়র বিভাগের বয়স ১৯ থেকে ২৩ বছর অর্থাৎ জন্ম সাল হতে হবে ২০০১ থেকে ২০০৫ এর মধ্যে।

ন্যাশনাল মাস্টার্স ইকুইপড এন্ড ক্লাসিক পুরুষ এবং মহিলাদের চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে ২১ থেকে ২৬ জুলাই মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে। এক্ষেত্রে বয়স মাস্টার - ওয়ান ৪০ থেকে ৪৯ বছর অর্থাৎ জন্ম সাল হতে হবে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৪ এর মধ্যে। মাস্টার - টু ৫০ থেকে ৫৯ বছর অর্থাৎ জন্ম সাল হতে হবে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৪ এর মধ্যে।

মাস্টার - থ্রি ৬০ থেকে ৬৯ বছর অর্থাৎ জন্ম সাল হতে হবে ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৪ এর মধ্যে। মাস্টার - ফোর; জন্ম সাল হতে হবে ১৯৫৪ অথবা তারও আগে। এ উপলক্ষে সিলেকশন ট্রায়াল আগামী ১২ মে, রবিবার সকাল দশটায় এনএসআরসিসি-তে অনুষ্ঠিত হবে। অংশগ্রহণেচ্ছু উপযুক্ত খেলোয়ারদের ত্রিপুরা পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি রিংকু দাসের সঙ্গে ৮৭৮৭৩১১৫০১ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

জাতীয় অনূর্ধ-২০ গ্রুপ লিগে খেলতে ত্রিপুরার ফুটবলাররা এখন ছত্তিশগড়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার প্রথম খেলা ১১ মে। এফ গ্রুপের খেলা ছত্তিশগড়ের নারায়নপুরে পৌঁছলো ত্রিপুরা দল। বুধবার সন্ধ্যার পর। ট্রেনের বিভ্রাটে প্রায় ৭ ঘন্টা দেরীতে খেলার স্থানে পৌছায় জন জমাতিয়ারা। ওই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় অনূর্ধ-২০ বালকদের ফুটবল এবছর হবে ছত্তিশগড়ের নারাইপুরে।

ওই রাজ্যের রামকৃষ্ণ মিশন মাঠে হবে খেলা। তাতে অংশ নিতে পৌছলো ত্রিপুরা দল। ত্রিপুরার খেলা শুরু ১১ মে। ওই দিন ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ অরুনাচল প্রদেশ। ১৩ মে অসম এবং ১৫ মে শেষ ম্যাচ খেলবে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে খেলবে রাজ্যদল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম কের পৌছার পর বৃহস্পতিবার বিকেলে হালকা অনুশীলন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ত্রিপুরা দলের ফুটবলাররা হলো: মনি ত্রিপুরা, বিলাস দেববর্মা, বিপ্লব দেববর্মা, বিরু দেববর্মা, পহর দেববর্মা, বিমল কুমার রিয়াং, লিয়ান মৈয়া ডার্লং, দীনেশ জমাতিয়া, আসালাং কুমার রিয়াং, আদি দেববর্মা, জুয়েল দেববর্মা, জন জমাতিয়া, নবকিশোর সিংহ, বিনোদ কুমার রিয়াং সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, অমিত জমাতিয়া, রাহুল রাই রিয়াং, রাজীব সিংহ।

কোচ রাজেশ রায় চৌধুরী, ম্যানেজার শুভেণজিৎ সিনহা, ফিজিও সায়নদীপ দেব।

বিবেকানন্দ জুডো সেন্টারে কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী পালন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ সেন্টারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪ তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে। উদয়পুরস্থিত ফ্লাওয়ার্স ক্লাবে এই বিবেকানন্দ সেন্টার এর জুডোকারা নৃত্য, সংগীত এবং জুডো প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে আজকের এই দিনটি পালন করার মধ্য দিয়ে ১৯১১ সালে কলকাতার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন সময়ে ভারতে যে জুডো জাতীয় খেলার প্রবর্তন করেছিলেন, তার কথা আরও একবার স্মরণে এনেছেন। আগামী দিনে ক্রীড়া আঙিনায় সাফল্যের লক্ষ্যে সেন্টারের জুডোকারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। বিবেকানন্দ জুডো সেন্টারের প্রশিক্ষক তথা ক্রীড়া আধিকারিক মিহির শীল সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে আরও অবহিত করার পাশাপাশি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

রেকর্ড সংখ্যক ২৭টি দলকে নিয়ে সদর আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট আগামীকাল থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর মহকুমার ২৭ টি স্কুল দল ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। সদর আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ১০ মে থেকে। এবারকার আসরে রেকর্ড সংখ্যক ২৭ টি স্কুল দল অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। বালকদের বিভাগে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে খেলা। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই স্কুল দলগুলো টিসিএ-তে নাম নথিভুক্ত করার পাশাপাশি নিজস্ব প্রস্তুতিও সেরে নিচ্ছে। টিসিএ থেকে ইতোমধ্যে সদর আন্তঃ স্কুল বালকদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ক্রীড়া সূচিও ঘোষণা করেছে। ১০ মে থেকে শুরু হয়ে ২০ মে পর্যন্ত লীগ পর্যায়ের খেলা চলবে। প্রায় প্রতিদিনই নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠ, বামুটিয়ায় তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে খেলার আয়োজন করা হবে।

আটটি গ্রুপ থেকে সেরা আটটি দলকে নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ হবে ২২ মে-তে। যদিও রিসার্ভ ডে রাখা হয়েছে ২৩ মে। সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ২৪ ও ২৬ মে। সেক্ষেত্রেও পরবর্তী দিনগুলো রাখা হয়েছে রিজার্ভ ডে হিসেবে। অংশগ্রহণকারী ২৭ টি স্কুল দলকে আটটি গ্রুপে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গ্রুপ এ-তে আনন্দনগর, ভবনস ত্রিপুরা, মধুবন ডুকলি, রামঠাকুর পাঠশালা। গ্রুপ বি-তে বিদ্রোহী কবি নজরুল, নন্দননগর, মহাত্মা গান্ধী, প্রাচ্য ভারতী। গ্রুপ সি-তে নেতাজি সুভাষ, শ্রীশ্রী রবি শংকর, ক্ষুদিরাম বসু, হেনরি ডিরোজিও। গ্রুপ ডি-তে প্রগতি, শিশু বিহার, শিক্ষা নিকেতন। গ্রুপ ই-তে বড়দোয়ালী, শ্রীকৃষ্ণ মিশন, উমাকান্ত একাডেমী (বাংলা)। গ্রুপ এফ-এ হলিক্রস, ড় আম্বেদকর, বেলাবর। গ্রুপ জি-তে উমাকান্ত (ইংলিশ), কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, সেন্ট পলস। গ্রুপ এইচ-এ আসাম রাইফেলস, প্রণবানন্দ, নিউ হিন্দি স্কুল।

সন্তোষ মেমোরিয়াল ক্রিকেটে আজ তিন মাঠে তিনটি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকালও ফের তিন মাঠে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের তিনটি ম্যাচ। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে মৌচাক খেলবে ইউনাইটেড বিএসটি"র বিরুদ্ধে। ইউনাইটেড বি এস টি-র লক্ষ্য রয়েছে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার। কেননা গত ম্যাচে ইউনাইটেড বিএসটি নয় উইকেটের বড় ব্যবধানে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব কে পরাজিত করেছে। এটি তাদের দ্বিতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয় ছিল।

পক্ষান্তরে মৌচাক ক্লাব এ পর্যন্ত দুটি ম্যাচে অংশ নিয়ে দুটিতেই হেরে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে চলমান সংঘ খেলবে ওল্ড প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। দুই দলের পক্ষেই এটি দ্বিতীয় ম্যাচ। যদিও দু দলই তাদের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষের কাছে হেরে পয়েন্ট খুইয়েছে। টি আই টি গ্রাউন্ডে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব ও হার্ভে ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। হার্ভে কিন্তু জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু করে আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচে জয় অব্যাহত রাখার কথাই ভাবছে। হার্ভে প্রথম ম্যাচে ১৬২ রানের বড় ব্যবধানে মৌচাককে পরাজিত করেছিল। বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব প্রথম ম্যাচে ইউনাইটেড বিএসটির কাছে পরাজয়ের কথাটা ভুলে আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ের লক্ষ্যে মুখিয়ে রয়েছে।

যুজবেন্দ্র চাহাল প্রথম ভারতীয় হিসেবে ৩৫০ টি-টোয়েন্টি উইকেট নিলেন

নয়াদিল্লি, ৮ মে (হি.স.): মঙ্গলবার রাতে নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে প্রিমিয়ার লিগের লড়াইয়ের রাজস্থান রয়্যালের যুজবেন্দ্র চাহাল দিল্লি ক্যাপিটালসের ঋষভ পন্তকে আউট করে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ৩৫০ টি-টোয়েন্টি উইকেট নিলেন।

টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে চাহালের আগে যারা ৩০০র বেশি উইকেট পেয়েছেন তাদের তালিকা:

**ডোয়াইন ব্রাভো- ৬২৫ উইকেট

**রশিদ খান- ৫৭২ উইকেট

**সুনীল নারিন- ৫৪৯ উইকেট

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

কবিগুরুর জন্মদিনে রক্তদান ও বৃক্ষরোপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ৮ মে: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে লংতরাইভ্যালি মহকুমার শিববাড়ি বাজারে। তবে এখানে এক ভিন্নমাত্রায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে যুবরাজ সংঘ। লংতরাইভ্যালী মহকুমার শিববাড়ি বাজারে প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে এই শিবিরের উদ্বোধন করেন মনু-ছৈলেংটা কেন্দ্রের এমডিসি সঞ্জয় দাস।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে সঞ্জয় বাবু বলেন, রক্ত দান মহৎ দান। কারন বিজ্ঞানীদের তৈরি অনেক মহৎ আবিস্কার রয়েছে। কিন্তু রক্ত আবিস্কার করা অথবা কোন ফেক্টরীতে তৈরী করা যায়না। প্রতিটি হাসপাতালে রক্তের যোগান থেকে চাহিদা অনেক বেশি। ফলে মুমূর্ষু রোগীর জন্য রক্তের প্রয়োজন হলে রোগীর পরিবারকে চরম হয়রানির শিকার হতে হয়। রক্তের প্রয়োজনীয় যোগান না থাকার ফলে অনেক সময় তিক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় নিরীহ মানুষদের। তাই রক্তের প্রয়োজন মেটাতে প্রতিটি ক্লাব ও অন্যান্য সামাজিক সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি বছরের পর বছর ধরে সমাজের কল্যানে বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার জন্য যুবরাজ সংঘ ক্লাবের কর্মকর্তাদের সাধুবাদ জানান। ক্লাব সভাপতি রাজদীপ চক্রবর্তী জানান ,রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে রক্তের চরম চাহিদার কথা চিন্তা করে মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারনে তা হয়ে উঠেনি। তবে এই শিবিরে মোট ৩০ ইউনিট রক্ত দান করা হয়। আগামীদিনেও এ ধরনের শিবিরের আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪তম জন্মজয়ন্তীতে র‍্যালী ও অনুষ্ঠান ছাড়াও বৃক্ষরোপণ করল রাজধানীর তিনটি বিদ্যালয়। বুধবার সকালে ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এক র‍্যালী বের করে। এর পর বিদ্যালয়ের কিচেন গার্ডেনে বৃক্ষরোপন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার রাজ্য কনভেনার মনোজ রায়। বানীবিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেনি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ের কিচেন গার্ডেনে বৃক্ষরোপন করেন। মহারানী তুলসীবতী দ্বাদশ শ্রেনি বালিকা বিদ্যালয়ের হলঘরে নাচ, গান ও আবৃত্তির মাধ্যমে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হয়। এরপর বিদ্যালয়ের কিচেন গার্ডেনে ফুল, ও ফলের চাড়া রোপন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ্য নন্দন সরকার, সহকারী অধ্যক্ষা প্রীতি দেববর্মা, শিক্ষক সংসদ এর সম্পাদিকা সহেলী দত্ত রায় বোস ছাড়াও স্থানীয় কর্পোরেটর রত্না দত্ত এবং বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার রাজ্য কনভেনার তথা বিশিষ্ট শিক্ষক মনোজ রায় উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ্য নন্দন সরকার সাক্ষাৎকারে জানান বিশ্ব ধরিত্রি দিবসের দিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে তারা দিনটি পালন করেন।

কবিগুরুর জন্মজয়ন্তীতে মেয়র দীপক মজুমদারের শ্রদ্ধাঞ্জলি। ছবি নিজস্ব।

বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৮ মে: বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতিতে আবারও এক ব্যক্তি প্রাণ হারালো। এই দুর্ঘটনাটি ঘটে কাঞ্চনপুরের নাইসিংপাড়া এলাকায়। বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতির কারণে চার দিন যাবত গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকায় বিদ্যুৎ খুঁটিতে উঠে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করতে গিয়ে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। বিদ্যুৎ খুঁটিতে উঠে কাজ করতে গিয়ে বাবুজয় পাড়ার মিলন কুমার রিয়াং বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মারা যায়। এই দুর্ঘটনাটি এলাকাবাসীর নজরে পড়তেই আনন্দবাজার থানায় খবর দেন। ঘটনা স্থলে আনন্দবাজার থানার পুলিশ ছুটে আসে।

বিদ্যুৎ দপ্তরকে খবর দিলে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা এসে বিদ্যুতের লাইন কেটে খুঁটিতে উঠে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। সঙ্গে সঙ্গে দশদা প্রাথমিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই ব্যক্তিকে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই ব্যক্তি পেশায় রাজমিস্ত্রির কাজ করেন বলে জানা গেছে। ঘটনাকালীন সময় উনার স্ত্রী জুমে কাজ করছিল বলে জানা গিয়েছে। উনার একটি বাচ্চা নিয়ে মিলন কুমার বিয়াং এর স্ত্রী এখন নিরুপায়। এই ঘটনায় এলাকার প্রচুর লোকজনেরা এসে মিলন কুমার রিয়াংকে বাঁচানোর আপ্রান চেষ্টা করেও মিলন কুমার রিয়াং এর জীবন বাঁচাতে পারেননি গ্রামবাসীরা।

কংগ্রেস প্রার্থীকে তুলোধোনা করলেন অভিষেক

মুর্শিদাবাদ, ৮ মে, (হি.স.): বুধবার বহরমপুরে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের হয়ে পথযাত্রা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্যত অধীর গড়ে গিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীকে তুলোধোনা করেন অভিষেক।পথযাত্রার শেষে একটি ভাষণে অভিষেক বলেন, "আমি নাম বলব না, আমি একাধিকবার কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে অনুরোধ করেছি। তিনি যে ভাষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছেনআমি প্রত্যেকটা তথ্য কংগ্রেসের নেতৃত্বকে পাঠিয়েছি। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব (নাম বলেননি অভিষেক) আমাকে জানিয়েছেন, অধীরকে আমিও অনেকবার বারণ করেছি, বিজেপির মতো আক্রমণ করতে মানা করেছি। আমার কথা শোনেনি। নিশ্চয়ই ওঁর মধ্যে কোনও খামতি আছে।অধীর চৌধুরীর তৃণমূল বিরোধী আচরণের জন্য এর আগেও আক্রমণ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের প্রচার থেকে অভিষেক সরাসরি অধীরবাবুকে আক্রমণ করে বলেন, এখানে আমাদের সঙ্গে বিজেপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়াই এবং বিজেপির এক ড্যামি প্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়াই।

রাজ্যের অনুমতি ছাড়া সিবিআই এফআইআর, রায়দান স্থগিত সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৮ মে, (হি.স.): রাজ্যের অনুমতি ছাড়া কি সিবিআই এফআইআর করতে পারে? দীর্ঘ শুনানি শেষে বুধবার রায়দান স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি আর গভাইয়ের বেঞ্চ।রাজ্যের অনুমোদন ছাড়া কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার স্বতঃ প্রণোদিত এফআইআর দায়েরের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্যের বক্তব্য, ২০১৮ সালে রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাব পাস করে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দেওয়া 'জেনারেল কনসেন্ট' প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরও একতরফাভাবে মামলা দায়ের করে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি, অভিযোগ রাজ্যের।

শুনানি পর্ব চলাকালীন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা পাল্টা অভিযোগ তোলেন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, তথ্য গোপন ও আদালতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সলিসিটর জেনারেল যুক্তি দেখান, যে মামলায় হাইকোর্ট থেকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই মামলাও সুপ্রিম কোর্টে নথিভুক্ত করা হয়েছে রাজ্যের তরফে। পাশাপাশি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে করা রাজ্যের এই মামলার আইনি বৈধতা নিয়েও শীর্ষ আদালতে প্রশ্ন তুলেছেন তুষার মেহতা।আদালতে সলিসিটর জেনারেলের যুক্তি, সিবিআই বা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের মতো সংস্থাগুলি হল স্বশাসিত সংস্থা। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার আইনি বৈধতা নেই। এই যুক্তিতেই সুপ্রিম কোর্টের মামলা খারিজ করা উচিত।দীর্ঘ দিন ধরে শুনানি পর এবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি আর গভাইয়ের বেঞ্চ রায়দান স্থগিত রাখল।

এসএসসির 'যোগ্য' চাকরিপ্রাপকদের জন্য চালু করা হল বিজেপি-র বিশেষ পোর্টাল

পূর্ব বর্ধমান, ৮ মে (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশ মতো এবার এসএসসির 'যোগ্য' চাকরিপ্রাপকদের জন্য চালু করা হল একটি বিশেষ পোর্টাল। বুধবার পূর্ব বর্ধমানে জেলা বিজেপির কার্য্যালয় থেকে এই পোর্টালের উদ্বোধন করেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা বঙ্গ বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য্য। কিছুদিন আগেই বাংলায় লোকসভা ভোটের প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন, 'শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতিতে অনেক যোগ্যরা মুশকিলে পড়েছেন। বঙ্গ বিজেপির সভাপতিকে বলেছি, একটি লিগাল সেল ও একটি সোশাল মিডিয়া প্লাটফর্ম তৈরি করতে। যোগ্য চাকরিপ্রাপকদের জন্য সর্বতভাবে কাজ করবে বিজেপি। এটা মোদীর গ্যারান্টি।' প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টে এসএসসি মামলার রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছে। মঙ্গলবারই প্রায় ২৬ হাজার নিয়োগ বাতিলের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি আদালত এও জানিয়েছে, এখনই কাউকে বেতন ফেরত দিতে হবে না। তবে প্রত্যেককে মুচলেকা দিতে হবে যে নিয়োগ বেআইনি প্রমাণ হলে 'অযোগ্যদের' টাকা ফেরাতে হবে। এরই মধ্যে বুধবার বঙ্গ বিজেপির তরফে পোর্টাল চালু করা হল 'যোগ্য'দের সাহায্য করার জন্য।

কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে বিদ্যুৎ কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শন্তিরবাজার, ৮ মে : কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে এক বিদ্যুৎ কর্মী। সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে শান্তিরবাজার হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। পরবর্তীতে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল বিদ্যুৎ লাইন সারাই করতে গিয়ে বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয়েছে বিদ্যুৎ কর্মী লিটন রুদ্রপাল(৩৮)। তাকে সাথে সাথে উদ্ধার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে শান্তিরবাজার হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। পরবর্তীতে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে।

পরিবারের অভিযোগ, জিবি হাসপাতালে আনার পর ডাক্তার থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ দপ্তরের কোন আধিকারিক এসে এখনো অব্দি যোগাযোগ করেনি পরিবারের সাথে।

'সত্য সামনে আসুক', সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখাবে রাজভবনই

কলকাতা, ৮ মে (হি.স.): লোকসভা ভোটের মাঝেই বিস্ফোরক অভিযোগ উঠেছিল রাজ্যপালের বিরুদ্ধে। শ্লীলতাহানির অভিযোগে সিসি ক্যামেরা ফুটেজ এবার প্রকাশ্যে আনার ঘোষণা করল রাজভবন। রাজ্যপাল চান 'সত্য সামনে আসুক' ।বুধবার ট্যুইট পোস্ট করে রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে, "যে দিন ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ, সেই দিনের ছবি জনসমক্ষে আনা হবে। প্রথম যে ১০০ জন মেল করবেন, তাঁরা দেখতে পারবেন সিসি ক্যামেরার ফুটেজ। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর পুলিশ এই ফুটেজ পাবে না। কারণ পুলিশ বেআইনি ও অসাংবিধানিক তদন্ত করছে।"

কাঁথি ও তমলুকের প্রার্থীদের সম্পর্কে জাল ভিডিয়ো তৈরির আশঙ্কার দাবি অভিজিতের

পূর্ব মেদিনীপুর, ৮ মে (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনে এবার বাংলার অন্যতম চর্চিত আসন তমলুক। সেখান থেকে বিজেপির টিকিটে ভোটে লড়ছেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বিস্ফোরক দাবি করলেন বিজেপি প্রার্থী। তাঁর সন্দেহ, এবার তাঁকে এবং কাঁথির বিজেপি প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারীকে নিয়েও 'জাল ভিডিয়ো' প্রকাশ হতে পারে বলে সন্দেহ প্রাক্তন বিচারপতির মনে। বুধবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে আগাম এই সংশয়ের কথা জানিয়ে দিলেন তমলুকের বিজেপি প্রার্থী। তাঁর বক্তব্য, তাঁদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য এসেছে এই বিষয়ে। তিনি বলেন, 'সন্দেশখালি নিয়ে যেমন জাল ভিডিয়ো তৈরি করা হয়েছে, সেরকম জাল ভিডিয়ো কাঁথি ও তমলুকের প্রার্থীদের সম্পর্কে তৈরি করা হচ্ছে। অর্থাৎ, কাঁথির প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারী ও তমলুকের প্রার্থী আমি আমাদের বিরুদ্ধে এরকম জাল ভিডিয়ো তৈরি করা হচ্ছে। সম্ভবত তা খুব শীঘ্রই বাজারে ছাড়া হবে, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য।' এই আশঙ্কার কথা আগাম জানিয়ে অভিজিৎবাবুর সাধারণ মানুষের উদ্দেশে বার্তা, এই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এলে কেউ যেন এটিতে গুরুত্ব না দেন।

১ লক্ষাধিক টাকার গাঁজা সহ আটক এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে : জি আর পি এবং আর পি এফের যৌথ অভিযানে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক ১ লক্ষাধিক টাকা হবে। সাথে বহিঃরাজ্যের এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল বিকালে আগরতলা রেল স্টেশনে জি আর পি এবং আর পি এফ থানার পুলিশের যৌথভাবে রুটিন তল্লাশি চালানোর সময় সন্দেহভজন এক যুবককে আটক করে। তল্লাশিতে তার কাছ থেকে ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। সাথে বহিঃ রাজ্যের এক যুবক গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ তাঁদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন, রাজস্থানের বাসিন্দা সুভাষ ঝাঁট। উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক ১ লক্ষাধিক টাকা হবে। তাঁরা গাঁজা আগরতলা থেকে রাজস্থানের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। এখনো পর্যন্ত আগরতলা রেল স্টেশনে এডিপিএস মামলায় ১২ জনকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওসি তাপস দাস।

জিরানীয়ায় কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আজ জিরানীয়া মহকুমার রাণীরবাজারের গীতাঞ্জলী হলে কবি প্রাণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জিরানীয়া মহকুমা তথ্য ও সংসৃকতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং রাণীরবাজার পুর পরিষদের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাণীরবাজার পুর পরিষদের সহকারি মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক শ্যামল দেববর্মা, জিরানীয়া মহকুমা তথ্য ও সংসৃকতি কার্যালয়ের এসআইও গৌতম দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। তাছাড়াও অতিথিগণ রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্র নৃত্য ।রাজ্যের অন্যান্য স্থানের মত ধর্মনগরেও যথাযোগ্য মর্যাদায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী পালিত হয়েছে। রাজ্যব্যাপী ১ ৬৪ তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত ধর্মনগর বিবেকানন্দ স্বার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে ।আজ রাজ্য ব্যাপী ১ ৬৪ তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয় ধর্মনগর বিবেকানন্দ স্বার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ রেবেল হেমেন্দ্রকুমার। শিক্ষা দপ্তরের সচিবের দায়িত্বে রয়েছেন। উত্তর জেলার সমাহর্তা ও জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, সহযুক্ত করেন নিপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা তিনি শিক্ষা দপ্তরের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা হিসেবে ছিলেন।

রেশনে চালের হিসাব দিয়ে সভামঞ্চ থেকে মোদীকে তোপ মমতার

হুগলি, ৮ মে, (হি.স.): দু'বছরে রেশনের জন্য কত খরচ? হিসাব দিয়ে বুধবার প্রধানমন্ত্রী মোদীকে 'জবাব' দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিলেন 'ধরার' পরামর্শ ।লোকসভা নির্বাচনে বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বা বিজেপির অন্য নেতৃত্বকে রেশনের চালের কথা বলতে শোনা গিয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁরা দাবি করেছেন, কোভিড অতিমারির সময় থেকে বাংলায় বিনামূল্যে রেশন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিজেপির এই দাবি বার বার নস্যাৎ করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার আরামবাগের সভা থেকে রেশনের টাকার হিসাবও দিয়ে দিলেন তিনি ।আরামবাগের কালীপুর মাঠে বুধবার মমতার সভার আয়োজন করা হয়। সেখানকার তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগের সমর্থনে প্রচার করতে গিয়ে রেশনের চালের হিসাব দেন মমতা। মোদীকে আক্রমণ করে বলেন, "উনি প্রতি সভায় গিয়ে গিয়ে বলছেন, রেশনের চাল নাকি বিনামূল্যে দেন। মিথ্যা কথা! এত মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী আমি আগে কখনও দেখিনি। আমার ভাবলে লজ্জা হয়।"এর পরেই রেশনের চালের হিসাব মঞ্চে বিশদে বোঝান মমতা। বলেন, "রাজ্যের ৯ কোটি মানুষকে আমি রেশন দিই। এই খাতে কেন্দ্রের ধার্য্য বছরে সাত হাজার কোটি টাকা। আর রাজ্যের ধার্য্য ৯ হাজার কোটি টাকা। কোভিডের পর থেকে গত দু'বছরে রেশন দেওয়ার জন্য আমরা মোট ১৮ হাজার কোটি টাকার চাল কিনেছি। সেই সঙ্গে আরও ১২ হাজার কোটি টাকা আমরাই দিয়েছি। মোদী এক পয়সা দেননি। উনি মিথ্যা কথা বলছেন।"উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের প্রচারের প্রথম পর্ব থেকেই মমতা রেশনের চাল নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ করে আসছেন। প্রায় প্রতি সভায় গিয়ে তিনি জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, রেশনের চালের টাকা কেন্দ্র নয়, দেয় রাজ্য সরকার।এর সঙ্গেই রান্নার গ্যাসের দাম নিয়ে মোদী সরকারকে তিনি তুলোধনা করেন।

বার বার তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, "আমি বিনা পয়সায় চাল দিচ্ছি। সেই চাল মানুষকে ফোটাতে হচ্ছে হাজার টাকার গ্যাস কিনে। হাজার টাকার গ্যাসে ফুটছে বিনা পয়সার চাল!" এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে একাধিক বার তিনি 'নন্দলাল' বলেও কটাক্ষ করেছেন। বুধবার সেই রেশনের হিসাব দেন মমতা নিজেই।

প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে কবিগুরু জয়ন্তী পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে : আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম জন্মবার্ষিকী। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে যথাযত মর্যাদায় কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। সেখানে বিশ্ব কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। তাছাড়াও যুব কংগ্রেস এবং এনএস উইআই কর্মীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এদিন আশিস কুমার সাহা বলেন, সারা রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই দিনটি পালিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু কবি হিসাবে নয়, তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর কবিতা এবং নাটক বিশ্বজুড়ে গবেষণা করা হচ্ছে।

এদিন তিনি আরও, বর্তমান সমাজের যে অবক্ষয় এরথেকে পরিত্রাণ পেতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বর্তমান যুব সমাজের কাছে রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে তুলে ধরে বিভিন্ন কর্মসূচির প্রসার ঘটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সিঙিরবিল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি ও দুর্নীতি কায়েমের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ মে: স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বালাহার নিয়ে চলেছে মারাত্মক দুর্নীতি। এমনই অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা সিংগির বিল এডিসি ভিলেজে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা গেছে, চন্ডিপুর ব্লকের সিঙিরবিল এডিসি ভিলেজের সিঙিরবিল ইংলিশ মিডিয়াম হাইস্কুলে চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি ও দুর্নীতি কায়েম হয়েছে। বিশেষ করে স্কুলের সকাল ও দুপুর শাখায় মিড ডে মিলের বালাহার নিয়ে চলছে দুর্নীতি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সূয্যমনি সিনহার কথা অনুযায়ী স্কুলের দুই শাখায় ছাত্র সংখ্যা সকালে ১১৪ জন ও দুপুরে ১৫০ জন। কিন্তু স্কুলের জনৈক অভিবাভকের অভিযোগ কোনদিনও সব ছাত্রছাত্রী স্কুলে উপস্থিত হয়না।অথচ পুরো সংখ্যা উপস্থিত থাকে দেখিয়ে সব মিড ডে মিল সামগ্রী তোলা হয়। অথচ উপস্থিত থাকে প্রতি দিন অর্ধেকের কম।

এছাড়া যে ঘরটি মিডডে মিল খাবার জন্য তৈরি করা হয়েছে সেই ঘরের বারান্দায় বসে ছাত্রদের খাবার খাওয়ানো হচ্ছে। মিড ডে মিল রুমে প্রধান শিক্ষক চাইছে ক্লাস রুম করতে। এই উদ্যোগ চলছে। এদিকে প্রতি মাসে ২৬৪জন ছাত্র-ছাত্রীর মিড ডে মিল সামগ্রী তুলে ১০০জনকে মিড ডে মিল খায়ানো হয়। বাদ বাকি সামগ্রী বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয় প্রতি মাসে। এই অভিযোগ করেন এলাকার অভিভাবকরা। এছাড়া স্কুলের খেলার মাঠের মাঝ বরাবর ইট বসিয়ে মাঠটিকে ছাত্রদের খেলার অনুপযোগী করে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এখন ছাত্রদের খেলাধুলা করতে অসুবিধা হচ্ছে। যদি প্রধান শিক্ষক অনুমতি না দিতেন তবে মাঠে ইট বিছানো হত না। স্কুলে ২৬০জনের মত ছাত্রছাত্রী রয়েছে। শিক্ষক আছেন দশ জন। গত মার্চ মাসে সকাল শাখার মিড ডে মিলের ইনচার্জ বদলি হয়ে চলে যান। তার পরিবর্তে আজও কাউকে সকালের ইনচার্জ পদে দায়িত্ব বসানো হয়নি। সরকার রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে একজন করে বিদ্যালয় পরিদর্শক বসিয়েছেন। কিন্তু চন্ডিপুর ব্লকে যিনি আছেন তিনি নামকাওয়াস্তে আছেন বলে অভিযোগ অভিভাবক মহলের। তিনি নাকি কোন দায়িত্ব পালন করেন না। ইনচার্জ তথা প্রধান শিক্ষক দীর্ঘ দিন যাবত বদলিহীন ভাবে কর্মরত থাকার ফলে চরম নৈরাজ্যকর অবস্থা ও দুর্নীতি জাঁকিয়ে বসেছে।জানা যায় আইএস সব কিছু জেনেও নিরব দর্শক। স্কুলের এস .এম.সি.কমিটির মেয়াদহীন। মেয়াদহীন কমিটি এখনও স্কুলের দেখভাল করে বলে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। যার ফলে ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন লাঠে উঠেছে। একদিকে সরকার যখন রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করছে, সেখানে এই ধরনের একাংশ কর্মীদের বদান্যতায় রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তলানিতে গিয়ে ঠেকছে।

স্যাম পিত্রোদাকে 'বিদেশি মানসিকতা' থেকে বেরনোর পরামর্শ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ৮ মে (হি.স.) : ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্যাম পিত্রোদাকে 'বিদেশি মানসিকতা' থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা কিরেন রিজিজু।অতি সম্প্রতি একটি জাতীয় সংবাদ মাধ্যমকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের প্রধান স্যাম পিত্রোদা ভারতের বৈচিত্র্য বর্ণনা করতে গিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয়দের মুখাবয়ব চাইনিজদের মতো বলে মন্তব্য করেছিলেন। স্যামের এই মন্তব্য ভাইরাল হলে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিজেপির জাতীয় ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ নেতৃত্ব এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা তীব্র নিন্দা-সমালোচনা করছেন। ভোটের আবহে স্যাম পিত্রোদার এ ধরনের হেঁয়ালিপনা সংবলিত বক্তব্য কংগ্রেসের প্রচণ্ড ক্ষতি হবে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।একদা রাজীব গান্ধীর বেস্ট ফ্রেন্ড, অধুনা রাহুল গান্ধীর ঘনিষ্ঠ তথা পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টা স্যাম পিত্রোদার এই বক্তব্যকে গুরুত্ব না দিতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন কিরেন রিজিজু। তিনি বলেন, পিত্রোদার এই বক্তব্যের সঙ্গে কংগ্রেসের মন-মানসিকতা স্পষ্ট। গত সাত দশকের ক্ষমতাসীন কংগ্রস এই মানসিকতার বলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে মনোনিবেশ করেনি। পিত্রোদার বক্তব্যকে রাহুল গান্ধীর মানসিকতার প্রতিফলন বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।রিজিজু বলেন, স্যাম পিত্রোদা বিদেশি মানসিকতায় পরিপুষ্ট। তাঁর এই ধারণা ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তিনি আরও বলেন, এই মানসিকতা রাহুল গান্ধীর মধ্যেও রয়েছে।তিনি বলেন, পিত্রোদার মন্তব্যে বিভজনমূলক চিন্তাভাবনা প্রস্ফুটিত হয়েছে। জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে তাঁর এই মন্তব্য। তিনি পিত্রোদার বিবৃতিকে "উদ্ভট" বলে ব্যাখ্য করে তীব্র নিন্দা করে মানুষের চেহারা, খাদ্য, সংস্কৃতি এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ভারতের বৈচিত্র্যের ওপর জোর দিয়েছেন। কিরেনের বক্তব্য, স্যামের এই বক্তব্য অন্যান্য জাতির সাথে তুলনা করার নিশ্চয়তা দেয় না ।প্রসঙ্গত, সম্প্রতি "দ্য স্টেটসম্যান"-কে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের প্রধান স্যাম পিত্রোদা ভারতকে একটি বৈচিত্র্যময় দেশ হিসেবে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'পূর্বের (পিউপল অব ইস্ট) মানুষ দেখতে চাইনিজদের মতো, পশ্চিমের মানুষ দেখতে আরবিদের মতো, উত্তরের মানুষজনকে দেখতে হয়তো শ্বেতাঙ্গের মতো এবং দক্ষিণের মানুষদের দেখতে আফ্রিকানদের মতো।'

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।